দুদক সংস্কার

প্রতিবেদন

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন

১৫ জানুয়ারি ২০২৫

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন

দুদক সংস্কার প্রতিবেদন

১৫ জানুয়ারি ২০২৫

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫
সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ০২ ৪১০২১২৬৭-৭০, ফ্যাক্স: ০২ ৪১০২১২৭২
acc.rc2024@gmail.com

সূত্র: দুদকসক/সংস্কারপ্রতিবেদন/২০২৪/৪০
১৫ জানুয়ারি ২০২৫

ড. মুহাম্মদ ইউনূস
মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিষয়: 'দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন'-এর দুদক সংস্কার প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে।

শ্রদ্ধাভাজনেষু

দুর্নীতি দমন কমিশনকে কার্যকর, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপনের (*এস.আর.ও নম্বর ৩৩২-আইন/২০২৪,* তারিখ: ০৩ অক্টোবর, ২০২৪) মাধ্যমে আপনার নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক 'দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন' গঠন করা হয়। কমিশনের গঠন ও এর কাজ যথাযথভাবে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার সরকারের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। অর্পিত দায়িত্ব পালনকালে সংস্কার কমিশন সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অভিজ্ঞতালব্ধ পরামর্শ ও প্রাসঙ্গিক আইনকানুন, বিধিমালা ও অন্যান্য নথিপত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে দুদক সংস্কার প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে, যা এই পত্রের সঙ্গে সরকার ও অন্য অংশীজনের সুবিবেচনার জন্য সংযুক্ত করা হলো।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নে সকল অংশীজন, যারা বহুবিধ প্রক্রিয়ায় তথ্য-উপাত্ত ও পরামর্শ প্রদান করে সংস্কার কমিশনের জন্য অবদান রেখেছেন তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রতিবেদনের ওপর আপনার সুচিন্তিত মতামত ও পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি।

দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছাসহ,

ইফতেখারুজ্জামান
কমিশন প্রধান

আহমেদ আতাউল হাকিম
সদস্য

অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম
সদস্য

ড. মাহবুবুর রহমান
সদস্য

অধ্যাপক মুশতাক হুসেন খান
সদস্য

এডভোকেট ফারজানা শারমিন
সদস্য

ব্যারিস্টার মাহদীন চৌধুরী
সদস্য

মুনিম মুবাশশির
সদস্য (শিক্ষার্থী প্রতিনিধি)

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ১

সারসংক্ষেপ ৩

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা ৮

১.১ পটভূমি ও প্রেক্ষাপট ৮

১.২ দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের গঠন ও কার্যপরিধি ৮

১.৩ দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের কার্যপদ্ধতি ৯

দ্বিতীয় অধ্যায় : দুর্নীতি দমনে সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ১১

২.১ সংবিধানের ২০(২) অনুচ্ছেদের সংশোধন ১১

২.২ দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ১২

২.৩ বৈধ উৎস বহির্ভূত অপ্রদর্শিত আয়কে বৈধ করার সুযোগ রহিতকরণ ১৩

২.৪ স্বার্থের দ্বন্দ্ব (conflict of interest) সংক্রান্ত আইন ১৩

২.৫ সুবিধাভোগী মালিকানা (beneficial ownership) সংক্রান্ত আইনি ব্যবস্থা ১৩

২.৬ রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিতকরণ ১৪

২.৭ সেবাখাতের অটোমেশন ১৪

২.৮ UNCAC এর বাস্তবায়ন ১৫

২.৯ কমন রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (CRS) অনুসরণ ১৫

২.১০ উন্মুক্ত সরকার অংশীদারিত্ব/Open Government Partnership (OGP) ১৬

তৃতীয় অধ্যায় : দুর্নীতি দমন কমিশনের মর্যাদা ও গঠন ১৭

৩.১ কমিশনের মর্যাদা ১৭

৩.২ কমিশনারগণের সংখ্যা ১৭

৩.৩ কমিশনারগণের যোগ্যতা ১৮

৩.৪ কমিশনারগণের মেয়াদ ১৮

৩.৫ বিদ্যমান বাছাই কমিটির পরিবর্তে বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি গঠন ১৮

৩.৬ প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির দায়িত্ব ১৯

৩.৬.১ কমিশনার নিয়োগের সুপারিশ ১৯

৩.৬.২ দুদকের কার্যক্রম পর্যালোচনা ২০

চতুর্থ অধ্যায় : অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, অনুসন্ধান, তদন্ত ও বিচার ২২

৪.১ অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ২২

৪.২ অনুসন্ধান ও তদন্ত ২৪

৪.৩ বিচারিক আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ ২৫

৪.৪ প্লি-বার্গেইনিং (plea bargaining) ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা যাচাই ২৫

৪.৫ আন্তঃএজেন্সি সহযোগিতা ও সমন্বয় ২৬

৪.৫.১ ফোকাল পারসন নির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে আন্তঃএজেন্সি সহযোগিতা জোরদার করা ২৬

৪.৫.২ আন্তঃএজেন্সি সহযোগিতা ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে টাস্কফোর্স গঠন ২৬

৪.৫.৩ আয়কর আইন, ২০২৩- এর সংশোধন ২৭

৪.৫.৪ CAG ও IMED এর সঙ্গে সমন্বিত সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন ২৭

পঞ্চম অধ্যায় : দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা ২৮

৫.১ অনুবিভাগ ২৮

৫.২ জনবল-কাঠামো ও শূন্য পদে নিয়োগ ২৮

৫.৩ জেলা কার্যালয় ২৯

৫.৪ সচিব পদে নিয়োগ ২৯

৫.৫ অন্যান্য পদে নিয়োগ ৩০

৫.৬ স্থায়ী প্রসিকিউশন ইউনিট ৩০

৫.৭ অটোমেশন (automation) ৩১

৫.৮ ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব ৩১

৫.৯ প্রশিক্ষণ ৩২

৫.১০ চাকুরী বিধিমালার বিধি ৫৪(২)-এর বিলোপ ৩২

৫.১১ আর্থিক স্বাধীনতা ৩৩

৫.১২ বেতন, প্রণোদনা, ইত্যাদি ৩৩

৫.১৩ অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও জবাবদিহিতা ৩৪

৫.১৩.১ দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিহ্নিতকরণে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন ৩৪

৫.১৩.২ অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা অনুবিভাগ গঠন ৩৪

ষষ্ঠ অধ্যায় : দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম ৩৬

সপ্তম অধ্যায় : সুপারিশমালা বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত রূপরেখা ৩৮

মুখবন্ধ

সরকারি চাকুরীতে কোটা-ব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে নজিরবিহীন রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে জনতার শক্তির কাছে ৫ আগস্ট ২০২৪ বাংলাদেশে দেড় দশকের কর্তৃত্ববাদী সরকারের ঐতিহাসিক পতন হয়। ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্র সংস্কারের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন, সুশাসিত ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যার ভিত্তিমূল তৈরির দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ওপর।

পতিত চৌর্যতান্ত্রিক (ক্লেপ্টোক্রেটিক) স্বৈরাচারী ব্যবস্থা ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রকে দুর্নীতির অভয়ারণ্যে পরিণত এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে ক্ষমতাসীনদের দায়মুক্তি ও বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের হয়রানির হাতিয়ার হিসেবে রূপান্তরিত করেছিলো। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যাপক দলীয়করণের মাধ্যমে পেশাগত দেউলিয়াপনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়াসহ আইনের শাসনকে পদদলিত করা হয়েছিলো। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও অন্যান্য নজরদারি প্রতিষ্ঠান এবং কর্তৃপক্ষকে অকার্যকর করে, ক্ষেত্রবিশেষে সহযোগী করে, নজিরবিহীন দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের ঘটনা ঘটানো হয়েছে, যার ফলে জাতীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিলো। বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে যে, পতিত সরকারের আমলে দেশ থেকে বছরে অন্তত ১৬ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদ্যোগে প্রণীত শ্বেতপত্রের বিশ্লেষণ অনুযায়ী ক্ষমতার সঙ্গে সম্পৃক্ত ক্লেপ্টোক্রেসি অর্থ ও ব্যাংকিং, ভৌত-অবকাঠামো, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, শ্রম অভিবাসন এবং সামাজিক নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খাতসমূহ থেকে বিশাল অঙ্কের অর্থ লুণ্ঠন করেছিলো।

এই পটভূমিতে, বৈষম্যবিরোধী গণআন্দোলনের চেতনা ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করে জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাষ্ট্র সংস্কারের যে-সব ক্ষেত্র অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চিহ্নিত করেছে, দুদক তার অন্যতম। দুদক বাংলাদেশে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের জন্য বিশেষায়িত একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। জন্মলগ্ন থেকেই, বিশেষ করে গত দেড় দশকে, রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক শক্তি দুদককে জিম্মি করে রেখেছিলো, যাতে তাদের দুর্নীতির অবারিত সুযোগের পাশাপাশি ক্ষমতা চিরস্থায়ী করা যায়। উচ্চমাত্রার ও উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতিকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য দুদককে নগ্নভাবে ব্যবহার করা হয়েছিলো। দলীয় প্রভাব ও পেশাগত অদক্ষতার কারণে দুদকের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও কার্যকারিতা ক্ষুণ্ন হওয়ার পাশাপাশি দুদক নিজেও ব্যাপকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানে হয়েছিলো।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দুদককে কার্যকর, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাবনার লক্ষ্যে "দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন" গঠন করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত সংস্কার কমিশনের পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হলে, দুদক বাস্তবেই স্বাধীন, জবাবদিহিমূলক এবং কার্যকর প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারে। তবে পৃথিবীর অন্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দুদক এককভাবে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করতে পারবে না। পুরো রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতিবিরোধী চেতনা ও চর্চা প্রতিষ্ঠা দুদকের কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য। বৈষম্যবিরোধী গণআন্দোলনের চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাষ্ট্র ও সমাজে বিশেষ করে রাজনীতি, আমলাতন্ত্র এবং ব্যবসায় আমূল ইতিবাচক পরিবর্তন ছাড়া দুদকের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করা কিংবা দুর্নীতির অর্থবহ নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব।

রাষ্ট্র দুর্নীতিগ্রস্ত থাকলে কোনো সরকারই জনপ্রত্যাশা পূরণ করতে পারে না। আর্থিক ও ব্যাংকিং খাতের অব্যবস্থা, শিক্ষা আর স্বাস্থ্য খাতের দুরাবস্থা, বাজার ব্যবস্থাপনা, সরকারি ক্রয়খাত ও ঠিকাদারী ব্যবসায় সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম, উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ- সবকিছুর মূলে রয়েছে ব্যাপক মাত্রার সংগঠিত দুর্নীতি। বাংলাদেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হলে পরবর্তী রাজনৈতিক সরকারগুলোকে তাদের নিজ স্বার্থেই দুর্নীতি দমনে কঠোরভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে।

দেশের আপামর জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হলে, পরবর্তী রাজনৈতিক সরকার শুধুমাত্র ভাল আইন পাশ বা দুদকের সংস্কার করে, কিংবা রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রকাশ করেই সুফল দেখাতে পারবে না। তাকে সংগঠিত ও যোগসাজশের দুর্নীতি চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে হবে, যাতে কোনো খাতে সরকারি অর্থ চুরি ও আত্মসাৎ না হয়, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করে জনগণের ওপর দুর্নীতির বোঝা চাপিয়ে দেওয়া না হয়, বাজার-ব্যবস্থা যেন প্রতিযোগিতামূলক থাকে, কর্মসংস্থান তৈরি হয়, পণ্য আর সেবা-পরিষেবার মূল্য নিয়ন্ত্রণে থাকে। উন্নয়নের সুফল সকল জনগণের জন্য অর্থবহ না হলে, সরকার জনগণের আস্থা ধরে রাখতে পারবে না। নতুন বাংলাদেশে কঠোর ও কার্যকর দুর্নীতি দমন শুধু সমাজের কাম্য নয়, বরং রাজনৈতিক দল এবং সরকারসহ সকল রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য অপরিহার্য। আমরা আশা করি, সকল অংশীজন তাদের নিজস্ব ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে কার্যকর, প্রায়োগিক এবং ফলপ্রসূ দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

এই প্রতিবেদন তৈরিতে অংশীজনরা অমূল্য অবদান রেখেছেন। তারা বহুবিধ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত, পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান করেছেন। এই সংস্কার কমিশন তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ।

এই সংস্কার কমিশনের সদস্য হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি আমাদের ওপর সরকার একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব অর্পণ করেছে। আমাদের সবার পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ইফতেখারুজ্জামান
কমিশন প্রধান
দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন

সারসংক্ষেপ

গৌরবময় জুলাই'২৪ গণঅভ্যুত্থানে চৌর্যতান্ত্রিক (ক্লেপ্টোক্রেটিক) সরকারের পতনের পর বাংলাদেশ এখন একটি নতুন যাত্রার সন্ধিক্ষণে। এই নতুন যাত্রার সোপান বিনির্মাণে রাষ্ট্রসংস্কারের অংশ হিসেবে একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কোনো বিকল্প নেই। সেই উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের গেজেট প্রজ্ঞাপনের (এস.আর.ও. নম্বর ৩৩২-আইন/২০২৪) মাধ্যমে ''দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন'' গঠন করে। উক্ত প্রজ্ঞাপন অনুসারে দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের কার্যপরিধি হলো বিদ্যমান দুর্নীতি দমন কমিশনকে কার্যকর, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়িয়া তুলিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাবনা' প্রস্তুতকরণ।

এই সংস্কার কমিশন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কার্যপরিধি অনুসারে নিজ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে দুর্নীতি দমন-বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রকাশনা, বৈশ্বিক উত্তম চর্চা (global best practices) বিষয়ক প্রতিবেদন এবং দুদক-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন, বিধি, নীতিমালা, প্রতিবেদন ও প্রকাশনা পর্যালোচনার পর প্রয়োজনীয় সংস্কারের ক্ষেত্রসমূহ (দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা, আইনি কাঠামো, কার্যপদ্ধতি, জবাবদিহিতা, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও সক্ষমতা, অভ্যন্তরীণ সুশাসন, পেশাগত দক্ষতা, দুর্নীতি প্রতিরোধী ভূমিকা এবং আন্তঃএজেন্সি সমযোগিতা ও সমন্বয়) চিহ্নিত করে। সর্বসাধারণের মতামত সংগ্রহের পাশাপাশি এই সংস্কার কমিশন উক্ত ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে নানাবিধ পদ্ধতিতে বিভিন্ন স্তরের অংশীজনের মতামত সংগ্রহ করেছে।

সংগৃহীত তথ্য, মতামত ও সুপারিশসমূহ বিচার বিশ্লেষণের পর, সংস্কার কমিশন দুদককে কার্যকর, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে এই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছে।

সাতটি অধ্যায়ে সজ্জিত এই প্রতিবেদনটির প্রথম অধ্যায়ে সংস্কার কমিশন গঠনের প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি এর গঠন, কার্যপরিধি ও কার্যপদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে। দুর্নীতি দমনে দুদকের ওপর একক নির্ভরশীলতা কেন যথেষ্ট নয়, সে বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে দুদক ও এতদসংক্রান্ত আইনের সংস্কার ছাড়াও রাষ্ট্রীয়ভাবে যে সকল উদ্যোগ নেওয়া অপরিহার্য, সে সম্পর্কে কমিশন তার সুপারিশ তুলে ধরেছে।

দুদকের মর্যাদা ও গঠন-সংক্রান্ত বেশ কিছু আইনি ব্যবস্থা এর কার্যকারিতা, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। এ অবস্থার উত্তরণে করণীয় সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে এই কমিশনের সুপারিশ উত্থাপন করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে দুদকের এক্তিয়ারভুক্ত অপরাধের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, অনুসন্ধান ও তদন্তের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনি কাঠামো ও কর্মপদ্ধতিতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকারিতার স্বার্থে যে ধরনের সংস্কার করা উচিত, তা উল্লেখ করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনের পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা (পঞ্চম অধ্যায়) এবং প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম (ষষ্ঠ অধ্যায়) বিশ্লেষণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংস্কারের সুপারিশ করা হয়েছে। সবশেষে, সপ্তম অধ্যায়ে-এ এই প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের পথরেখা প্রস্তাব করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও আইনি সংস্কার

সুপারিশ-১: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ২০(২) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করতে হবে- "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারিবেন না ও অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং

যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক, সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।”

সুপারিশ-২: রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিবর্তে একটি দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করতে হবে। সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদের অধীনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি করে ন্যায়পালকে এই কৌশলপত্রের যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য ক্ষমতায়িত করতে হবে।

সুপারিশ-৩: বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের যে কোনো রাষ্ট্রীয় চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করতে হবে।

সুপারিশ-৪: রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে।

সুপারিশ-৫: যথাযথ আইনি কাঠামোর মাধ্যমে কোম্পানি, ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের প্রকৃত বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর পরিচয়-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি রেজিস্ট্রারভুক্ত করে জনস্বার্থে প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে।

সুপারিশ-৬: নির্বাচনী আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করতে হবে।

সুপারিশ-৭: সেবা প্রদানকারী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের- বিশেষত, থানা, রেজিস্ট্রি অফিস, রাজস্ব অফিস, পাসপোর্ট অফিস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সকল সেবা-পরিষেবা খাতের সেবা কার্যক্রম ও তথ্য-ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ (এন্ড-টু-এন্ড) অটোমেশনের আওতায় আনতে হবে।

সুপারিশ-৮: UNCAC এর অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

সুপারিশ-৯: দেশে ও বিদেশে আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে বাংলাদেশকে Common Reporting Standards এর বাস্তবায়ন করতে হবে।

সুপারিশ-১০: বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ভাবে Open Government Partnership এর পক্ষভুক্ত হওয়া উচিত।

দুর্নীতি দমন কমিশনের মর্যাদা ও গঠন

সুপারিশ-১১: প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুদককে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।

সুপারিশ-১২: ন্যূনতম একজন নারীসহ দুদক কমিশনারের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচে উন্নীত করতে হবে।

সুপারিশ-১৩: দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করতে হবে- “আইনে, শিক্ষায়, প্রশাসনে, বিচারে, শৃঙ্খলা বাহিনীতে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশায় বা সুশাসন কিংবা দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে নিয়োজিত সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১৫ (পনের) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি কমিশনার হইবার যোগ্য হইবেন।”

সুপারিশ-১৪: দুদক কমিশনারের মেয়াদ পাঁচ বছরের পরিবর্তে চার বছর নির্ধারণ করা উচিত।

সুপারিশ-১৫: দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪; ধারা-৭ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে “বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি” নির্ধারণ করতে হবে।

সুপারিশ-১৬ থেকে ১৮: প্রস্তাবিত ‘‘বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির’’ গঠন, দায়িত্ব ও কার্যপরিধি-বিষয়ক

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, অনুসন্ধান, তদন্ত ও বিচার

সুপারিশ-১৯ থেকে ২১: দুদকের যাচাই-বাছাই কমিটি (যাবাক)- এর সংস্কার-বিষয়ক

সুপারিশ-২২: দুদকের তফসিলভুক্ত প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে তদন্ত-পূর্ব আবশ্যিক অনুসন্ধানের ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে।

সুপারিশ-২৩: দুদক কর্তৃক একটি Prosecution Policy প্রণয়ন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ২০ সংশোধনপূর্বক পুলিশকে কমিশন কর্তৃক প্রেরিত অভিযোগ তদন্তের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

সুপারিশ-২৪: দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করতে হবে।

সুপারিশ-২৫: দুদকের কার্যালয় রয়েছে এমন প্রতিটি জেলায় অবিলম্বে ‘‘স্পেশাল জজ আদালত’’ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পরবর্তীকালে কোনো জেলায় দুদকের কার্যালয় স্থাপন করা হলে, দ্রুততম সময়ের মধ্যে ওই জেলায় স্পেশাল জজ আদালত প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে।

সুপারিশ-২৬: দুদকের তফসিলভুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে Plea bargaining ব্যবস্থার সম্ভাব্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক ফলাফল নিবিড় পর্যালোচনা ও তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত-গ্রহণ করতে হবে।

সুপারিশ-২৭: সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের মাধ্যমে NBR, CID, BFIU, Directorate of Registration সহ যে সকল এজেন্সির সহযোগিতা প্রতিনিয়ত দুদকের প্রয়োজন হয়, সে সব এজেন্সিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশে দুদককে সহযোগিতার জন্য ফোকাল পারসন নির্দিষ্ট করতে হবে।

সুপারিশ-২৮: অতি উচ্চমাত্রার দুর্নীতি বা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দুর্নীতি, বিশেষত অর্থ পাচার তদন্তের ক্ষেত্রে দুদক কর্তৃক প্রতিটি অভিযোগের জন্য দুদকের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এজেন্সির উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে আলাদা টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে।

সুপারিশ-২৯: আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুদক কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না।

সুপারিশ-৩০: CAG ও IMED কোনো দুর্নীতি উদঘাটন করলে কিংবা সন্দেহ করলে, তা যেন দুদকের নজরে আসে এবং দুদক প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে, তা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা

সুপারিশ-৩১: দুদক মহাপরিচালকের সংখ্যা ৮ থেকে ১২ তে উন্নীত করে তাদের অধীনে ১২টি অনুবিভাগ গঠন করা উচিত।

সুপারিশ-৩২: বর্তমানে শূন্য পদসমূহে অবিলম্বে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালা কার্যকর করার স্বার্থে যত দ্রুত সম্ভব নতুন জনবল-কাঠামো প্রণয়ন করে প্রয়োজনীয় পদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

সুপারিশ-৩৩: দেশের প্রতিটি জেলায় পর্যায়ক্রমে পর্যাপ্ত লজিস্টিক সক্ষমতাসহ দুদকের জেলা কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সুপারিশ-৩৪: বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক ও উন্মুক্ত প্রক্রিয়ায় সচিব নিয়োগের বিধান করতে হবে। তবে সরকারি চাকুরীতে নিয়োজিত কোনো কর্মকর্তা বিজ্ঞাপিত পদের জন্য যোগ্য বিবেচিত হলে, মাতৃসংস্থা থেকে ছুটি সাপেক্ষে তিনি দুদকের সচিব পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেতে পারেন।

সুপারিশ-৩৫: মহাপরিচালক ও পরিচালক পদসমূহের (প্রেষণে বদলির মাধ্যমে নিযুক্ত মহাপরিচালক ও পরিচালক ব্যতীত) সকল নিয়োগ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক ও উন্মুক্ত প্রক্রিয়ায় হতে হবে। তবে বিজ্ঞাপিত যোগ্যতার মানদন্ড পূরণকারী দুদকের অভ্যন্তরীণ প্রার্থীদের জন্য মহাপরিচালক পদের ৬০ শতাংশ ও পরিচালক পদের ৭৫ শতাংশ সংরক্ষিত রাখতে হবে।

সুপারিশ-৩৬: মহাপরিচালক, পরিচালক ও উপপরিচালক- প্রতিটি স্তরে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ পদের নিয়োগ প্রেষণে বদলির মাধ্যমে হতে পারে। তবে তদন্ত, প্রসিকিউশন বা বিচারের স্বার্থে বিচারকর্ম বিভাগ ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী থেকে প্রেষণে আসা কর্মকর্তারা এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

সুপারিশ-৩৭: আইনে উল্লিখিত স্থায়ী প্রসিকিউশন ইউনিট গঠনের জন্য অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে কিছুসংখ্যক স্থায়ী প্রসিকিউটর (১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ) নিয়োগের মাধ্যমে আইনের আংশিক বাস্তবায়ন শুরু করা যায় এবং পরবর্তীতে প্রতি বছর ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ চুক্তিভিত্তিক আইনজীবীর পদ স্থায়ী প্রসিকিউটর দ্বারা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৩৩(১) পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

সুপারিশ-৩৮: দুদকের সার্বিক কার্যক্রম বিশেষত অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, তদন্ত, গোপন অনুসন্ধান, ও প্রসিকিউশন সংক্রান্ত কার্যাদি এন্ড-টু-এন্ড অটোমেশনের আওতায় আনতে হবে।

সুপারিশ-৩৯: ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের লোকবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি একে দুদকের বিদ্যমান অনুবিভাগসমূহের প্রভাব থেকে মুক্ত করে সরাসরি চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করতে হবে।

সুপারিশ-৪০: দুদকের নিজস্ব প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপন করে এর আর্থিক, প্রশাসনিক ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং একাডেমির মাধ্যমে সকল শ্রেণির কর্মকর্তাকে নিয়মিত বিরতিতে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে।

সুপারিশ-৪১: দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ২০০৮-এর বিধি ৫৪(২) বিলুপ্ত করতে হবে।

সুপারিশ-৪২: দুদকের নিজস্ব তহবিলের (ফান্ড) ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার অনুমোদিত বাৎসরিক বাজেটের অর্থ দুদকের তহবিলে জমা হবে। পাশাপাশি দুদকের মামলায় আদায়কৃত জরিমানা বা বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের ন্যূনতম ১০ শতাংশ উক্ত তহবিলে জমা হবে।

সুপারিশ-৪৩: দুদকের নিজস্ব বেতন-কাঠামো তৈরি করতে হবে। এই বেতন-কাঠামোর আওতায় প্রাপ্য বেতনের পরিমাণ জাতীয় বেতন-কাঠামোর ন্যূনতম দ্বিগুণ হতে হবে। উপরন্তু, তদন্ত, গোপন অনুসন্ধান ও এতদসংশ্লিষ্ট কাজে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যেন বেতনের বাইরেও পর্যাপ্ত ঝুঁকি ভাতা পায়, সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

সুপারিশ-৪৪: নিয়মিত বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির (increment) পাশাপাশি কর্মদক্ষতার জন্য দুদকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অধীনে দুদকের নিজস্ব তহবিল থেকে আর্থিক প্রণোদনা (performance bonus) দিতে হবে।

সুপারিশ-৪৫: দুদককে অতিদ্রুত সরকারের সহযোগিতায় বিভিন্ন তদন্ত বা গোয়েন্দা এজেন্সির সমন্বয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন করে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিহ্নিত করতে হবে। চিহ্নিত দুর্নীতিবাজদের বিভাগীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে চাকুরী থেকে বহিষ্কার করে ফৌজদারি বিচারে সোপর্দ করতে হবে।

সুপারিশ-৪৬: দুদকের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন কমিটি বিলুপ্ত করে একটি স্বতন্ত্র অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা অনুবিভাগ গঠন করতে হবে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম

সুপারিশ-৪৭: বর্তমানে পরিচালিত প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের সাফল্য ও ব্যর্থতার নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় দুদককে একটি দুর্নীতি প্রতিরোধী কর্মকৌশল প্রণয়ন করতে হবে এবং তদনুযায়ী স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

বিশেষ করে দুর্নীতি যে শুধুমাত্র শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়, বরং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সকল ধর্মীয় মানদণ্ডে একটি অগ্রহণযোগ্য, ঘৃণ্য, বৈষম্যমূলক, ধ্বংসাত্মক ও বর্জনীয় ব্যাধি, এই মানসিকতার বিকাশে সকল সম্ভাব্য, আকর্ষণীয় ও উদ্ভাবনী মাধ্যম ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কৌশলগত এবং টেকসই প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনায় দুদককে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

সুপারিশমালা বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত রূপরেখা

সর্বশেষ অধ্যায় সাত-এ দুদক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে উত্থাপিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প (৬ মাস), মধ্যম (১৮ মাস) ও দীর্ঘমেয়াদি (৪৮ মাস) পথরেখা প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.১ পটভূমি ও প্রেক্ষাপট

দুর্নীতি বাংলাদেশের একটি জাতীয় সমস্যা, যা উন্নয়ন ও অগ্রগতির অন্যতম প্রতিবন্ধক। স্বাধীন বাংলাদেশে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে দুর্নীতি দমনে বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে দুর্নীতি দমন ব্যুরো দুর্নীতির অপরাধসমূহের বিরুদ্ধে আইনগত কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। কিন্তু নির্বাহী বিভাগের সাথে অঙ্গীভূত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর স্বাধীনতা, কার্যকারিতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে জনমনে ব্যাপক সংশয় থাকায়, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর মাধ্যমে ব্যুরোর পরিবর্তে স্বাধীন কমিশন হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) গঠিত হয়। আইন অনুসারে দুদক একটি "স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন" হলেও বিগত দুই দশকে দুদক স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন হিসেবে জনআস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সীমাহীন দুর্নীতি ও অর্থপাচারের ঘটনাসমূহ যখন জনমনে প্রচণ্ড ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে, তখনও দুদক রহস্যময় নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তার মাধ্যমে প্রকারান্তরে ক্ষমতাবান দুর্নীতিবাজদের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে। শুরু থেকেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে ''কাগুজে বাঘ'' হিসেবে পরিচিত দুদক সময়ের পরিক্রমায় দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে ''দুর্নীতিবাজদের রক্ষাকবচ'' প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে। তদুপরি, এমন ধারণা জনমনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, দুদক অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বা অন্যভাবে বিরাগভাজনদের হয়রানির জন্য ক্ষমতাসীনদের একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

গৌরবময় জুলাই'২৪ গণঅভ্যুত্থানে ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পর বাংলাদেশ এখন একটি নতুন যাত্রার সন্ধিক্ষণে। এই নতুন যাত্রার সোপান বিনির্মাণে একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর দুদকের কোনো বিকল্প নেই।

১.২ দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের গঠন ও কার্যপরিধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের গেজেট প্রজ্ঞাপনের (এস.আর.ও. নম্বর ৩৩২-আইন/২০২৪) মাধ্যমে ''দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন'' গঠন করে। শুরুতে এই সংস্কার কমিশনের মেয়াদ ৯০ (নব্বই) দিন হলেও পরবর্তীকালে এর মেয়াদ ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। ৮ (আট) সদস্যবিশিষ্ট সংস্কার কমিশনের সদস্যরা হলেন-

১	ড. ইফতেখারুজ্জামান নির্বাহী পরিচালক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ	কমিশন প্রধান
২	আহমেদ আতাউল হাকিম প্রাক্তন মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	সদস্য
৩	অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম লোকপ্রশাসন বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য

৪	অধ্যাপক মোস্তাক খান সোয়াস, ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন	সদস্য
৫	মাহদীন চৌধুরী বার-এট-ল	সদস্য
৬	ড. মাহবুবুর রহমান অধ্যাপক, আইন বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৭	ফারজানা শারমিন এ্যাডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট অব বাংলাদেশ	সদস্য
৮	মুনিম মুবাশশির শিক্ষার্থী প্রতিনিধি (সিএসই, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি)	সদস্য

৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুসারে দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের কার্যপরিধি হলো "বিদ্যমান দুর্নীতি দমন কমিশনকে কার্যকর, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়িয়া তুলিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাবনা" প্রস্তুতকরণ।

১.৩ দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের কার্যপদ্ধতি

এই সংস্কার কমিশন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কার্যপরিধি অনুসারে নিজ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে দুর্নীতি দমন-বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রকাশনা, বৈশ্বিক উত্তম চর্চা (global best practices) বিষয়ক প্রতিবেদন এবং দুদক-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন, বিধি, নীতিমালা, প্রতিবেদন ও প্রকাশনা পর্যালোচনার পর প্রয়োজনীয় সংস্কারের ক্ষেত্রসমূহ (দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা, আইনি কাঠামো, কার্যপদ্ধতি, জবাবদিহিতা, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও সক্ষমতা, অভ্যন্তরীণ সুশাসন, পেশাগত দক্ষতা, দুর্নীতি প্রতিরোধী ভূমিকা এবং আন্তঃএজেন্সি সমযোগিতা ও সমন্বয়) চিহ্নিত করে।

পরবর্তীতে সংস্কার কমিশন উক্ত ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে বিভিন্ন স্তরের অংশীজনের মতামত সংগ্রহের লক্ষ্যে সাক্ষাৎকার, মতবিনিময় ও দলভিত্তিক আলোচনার (focus group discussion) আয়োজন করেছে। এর মাধ্যমে এই কমিশন যাদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা, মতামত ও সুপারিশ পেয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছেন দুদকের বর্তমান ও সাবেক চেয়ারম্যান, কমিশনার ও বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় ও সরকারি সংস্থার বিভিন্ন স্তরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, আইন বিশেষজ্ঞ, তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, হিসাব ও নিরীক্ষা বিশেষজ্ঞ, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারী, গণমাধ্যমকর্মী এবং শিক্ষার্থী ও তরুণ প্রজন্ম, নাগরিক সমাজ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি।

এই সংস্কার কমিশন মাঠ পর্যায়ে কর্মরত দুদক-কর্মীদের অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ এবং বিভিন্ন পেশাজীবীসহ সাধারণ নাগরিকদের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যাশাসমূহ অনুধাবনের উদ্দেশ্যে ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম ও রংপুরে চারটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে।

সংস্কার কমিশন সর্বসাধারণের মতামত সংগ্রহে বিশেষভাবে উদ্যোগী ছিলো। দেশে-বিদেশে অবস্থানরত নাগরিকদের ইমেইলের মাধ্যমে দুদক সংস্কারের বিষয়ে তাদের সুপারিশ পেশের আহ্বান জানানো হয়। এই

প্রক্রিয়ায় সর্বসাধারণের ব্যাপক অংশগ্রহণ কমিশনকে অনুপ্রাণিত করেছে। বিশেষত, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী এবং পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী সমাজের প্রতিনিধিরা অনলাইনে ও স্বউদ্যোগে হয়ে কমিশনে উপস্থিত হওয়ার মাধ্যমে তাদের মূল্যবান মন্তব্য, পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান করেছেন।

উপরোক্ত নানাবিধ মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, মতামত ও সুপারিশসমূহ এই সংস্কার কমিশনের ৪৩টি সভায় ধারাবাহিকভাবে আলোচনা ও পর্যালোচনার পর কমিশনের সদস্যদের সর্বসম্মতিতে এই প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
দুর্নীতি দমনে সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ

দুর্নীতি বাংলাদেশের সর্বস্তরে ক্রমশ ভয়াবহরূপ ধারণ করেছে। এর সর্বগ্রাসী প্রভাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অমিত অর্থনৈতিক সম্ভাবনা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার ও আইনের শাসনের জনআকাঙ্ক্ষা ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। প্রতিকারহীন দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়েও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। বিশেষ করে বিগত সরকারের শাসনকালে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নজিরবিহীন দুর্নীতির মাধ্যমে এক ধরনের অলিগার্কিক (oligarchic) ও চৌর্যতান্ত্রিক (kleptocratic) ক্ষমতা-কাঠামো গড়ে তোলা এবং জনগণের ওপর জবরদস্তিমূলকভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। এতে করে সাধারণ জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ বহুমাত্রিকভাবে লঙ্ঘিত হয়েছিলো, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে চরম হতাশা, বঞ্চনা ও নিরাপত্তাহীনতার বোধ তৈরিসহ সর্বোপরি রাষ্ট্র ও সরকারের প্রতি আস্থার সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছিলো।

এই সংস্কার কমিশনের কাছে এটি প্রতীয়মান হয়েছে যে, দুর্নীতির বিস্তার রোধে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) বিগত বছরগুলোয় শুধু যে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে তা-ই নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই দুদকের ইচ্ছাকৃত/প্রশ্নবিদ্ধ নিষ্ক্রিয়তা অলিগার্কিক ও চৌর্যতান্ত্রিক ক্ষমতা-কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এমতাবস্থায়, বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকার বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ গড়ার যে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে, তার সফল বাস্তবায়নে দুদকের ব্যাপক আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের কোনো বিকল্প নেই।

একইসঙ্গে এ কথাও অনস্বীকার্য যে পৃথিবীর কোনো দেশেই শুধুমাত্র দুদকের ন্যায় বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান দ্বারা জাতীয়ভাবে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সম্ভব নয়। এজন্য রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এ সকল প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় নীতি-কৌশল প্রণয়ন ও আইনি ব্যবস্থা/কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। দুর্নীতি দমনে শুধুমাত্র দুর্নীতি দমন কমিশন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ওপর নির্ভরশীলতা যথেষ্ট নয়। এই অধ্যায়ে দুদক ও এতদসংক্রান্ত আইনের সংস্কার ছাড়াও রাষ্ট্রীয়ভাবে যে সকল উদ্যোগ নেওয়া অপরিহার্য, সে সম্পর্কে এই সংস্কার কমিশন তার সুপারিশ তুলে ধরছে।

২.১ সংবিধানের ২০(২) অনুচ্ছেদের সংশোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ২০(২) এ রাষ্ট্র পরিচালনার একটি মূলনীতি হিসেবে বলা হয়েছে -

> রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক-সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে৷

নিঃসন্দেহে অনুচ্ছেদ ২০(২) এ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই সংস্কার কমিশন মনে করে এই চেতনাকে আরও শানিত করা প্রয়োজন। এই অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির ''চেষ্টা'' করতে বলা হয়েছে। সংস্কার কমিশনের বিবেচনায় অনুচ্ছেদ ২০(২) এ উল্লিখিত অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সামর্থ্য নয় বরং সদিচ্ছাই যথেষ্ট। এই অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতাকে

তাই নিছক ''চেষ্টার'' মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সমীচীন নয়। উপরন্তু, এই অনুচ্ছেদে ব্যক্তিগত স্বার্থে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার না করার সাধারণ নীতি সংযোজন করা হলে, তা রাষ্ট্রের সামগ্রিক দুর্নীতি-বিরোধী প্রয়াসকে আরও বেগবান করবে।

সুপারিশ - ১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ২০(২) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করতে হবে: "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টি করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারিবেন না ও অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক, সকল প্রকার শ্রম **সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।"**

২.২ দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ছাড়া দুর্নীতি দমনে কাঙ্ক্ষিত সফলতা আশা করা যায় না। এজন্য প্রয়োজন বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিবিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা ও দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা।

দুদক ছাড়াও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে জাতীয় সংসদ, নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, এটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, সরকারী কর্ম কমিশন, ন্যায়পাল, স্থানীয় সরকার, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সশস্ত্র বাহিনী, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন, নির্বাচন কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এ সকল প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে পারলে দুর্নীতি অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

রাজনৈতিক দল, বেসরকারি খাত, এনজিও ও সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং পেশাজীবী সংগঠনের ন্যায় বিভিন্ন অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকেও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। বিশেষত, দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে যে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের স্পষ্ট অবস্থান থাকবে এবং দুদকের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে তারা সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবে।

উপরোক্ত রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে কোন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতিবিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা যায়, সে বিষয়ে ২০১২ সালে ''জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল'' প্রণীত হয়। উক্ত কৌশল এই সংস্কার কমিশনের বিবেচনায়, দুর্নীতিবিরোধী কোনো পূর্ণাঙ্গ জাতীয় কৌশলপত্র নয়। এতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সরকারের জনপ্রশাসনকে এই কৌশল বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে এবং আইনসভা, বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ "স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে . . . কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে বলে প্রত্যাশা" করার মধ্য দিয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল মূলত একটি অপর্যাপ্ত ও অকার্যকর দলিলে পরিণত হয়েছে। বিগত এক দশকেরও বেশি সময়ে এই বাগাড়ম্বরপূর্ণ কৌশলপত্রটি দুর্নীতিবিরোধী কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি।

সুপারিশ - ২

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিবর্তে একটি দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবিরোধী দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করতে হবে। সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদের অধীনে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি করে ন্যায়পালকে এই কৌশলপত্রের যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য ক্ষমতায়িত করতে হবে।

২.৩ বৈধ উৎস বহির্ভূত অপ্রদর্শিত আয়কে বৈধ করার সুযোগ রহিতকরণ

বিগত বিভিন্ন অর্থবছরে আয়কর আইনে নির্দিষ্ট হারে কর প্রদানের মাধ্যমে অপ্রদর্শিত আয় এমনভাবে বৈধ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যার ফলে অপ্রদর্শিত আয়ের আড়ালে বৈধ উৎসবিহীন আয়কেও বৈধ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এরূপ ব্যবস্থা দুর্নীতি-বান্ধব, অনৈতিক ও বৈষম্যমূলক।

সুপারিশ - ৩

বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের যে কোনো রাষ্ট্রীয় চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করতে হবে।

২.৪ স্বার্থের দ্বন্দ্ব (conflict of interest) সংক্রান্ত আইন

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ক্ষমতার অপব্যবহারের অন্যতম কারণ স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং এ সংক্রান্ত পেশাগত ও প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা। ব্যক্তিগত স্বার্থ, পারিবারিক সম্পর্ক, পরিচিত ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অর্পিত দায়িত্বে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রতিরোধে বাংলাদেশে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি ও আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। যার ফলে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির ব্যাপকতা অবারিতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুপারিশ - ৪

রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে।

২.৫ সুবিধাভোগী মালিকানা (beneficial ownership) সংক্রান্ত আইনি ব্যবস্থা

বাংলাদেশ উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতির, বিশেষত, অর্থ পাচারের অন্যতম কারণ সুবিধাভোগী মালিকানার বিষয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে যথাযথ আইনি কাঠামোর অনুপস্থিতি। এই প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি যুগোপযোগী আইনি কাঠামো গড়ে তোলা গেলে কোম্পানি, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশনের প্রকৃত বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর পরিচয়-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি রেজিস্ট্রারভুক্ত করে জনস্বার্থে প্রকাশ করা সম্ভব। এতে করে সুবিধাভোগী মালিকানার তথ্য গোপন করে অর্থ পাচারসহ বিবিধ দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সহজতর হবে।

সুপারিশ - ৫

যথাযথ আইনি কাঠামোর মাধ্যমে কোম্পানি, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশনের প্রকৃত বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীর পরিচয়-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি রেজিস্ট্রারভুক্ত করে জনস্বার্থে প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে।

২.৬ রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিতকরণ

রাজনৈতিক ক্ষমতা ও জনপ্রতিনিধিত্বের অবস্থানকে দুর্নীতি, দখলবাজি, চাঁদাবাজি ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাতের অবারিত লাইসেন্সে রূপান্তরের অন্যতম কারণ রাজনীতি ও নির্বাচনে অর্থ ও পেশিশক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার। এ অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব না হলে, বাংলাদেশের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের প্রত্যাশা অধরা হয়ে থাকবে।

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের অনুচ্ছেদ ৭.৩ এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের রেজ্যুলেশন A/Res/S-32/1 অনুযায়ী আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতির আলোকে বাংলাদেশের নির্বাচনী আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল ও নির্বাচনের প্রার্থীদের অর্থায়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মানের স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

সুপারিশ - ৬

নির্বাচনী আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করতে হবে-

- **রাজনৈতিক দলসমূহ ও নির্বাচনের প্রার্থীগণ অর্থায়ন এবং আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করবে;**
- **জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও দুদকের সহায়তায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী হলফনামায় প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের পর্যাপ্ততা ও যথার্থতা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;**
- **সকল পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে ও পরবর্তীতে প্রতি বছর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের আয় ও সম্পদ বিবরণী নির্বাচন কমিশনে জমা দেবেন এবং নির্বাচন কমিশন উক্ত বিবরণীসমূহ কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবেন; এবং**
- **রাজনৈতিক দলসমূহ দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে দলীয় পদ বা নির্বাচনে মনোনয়ন দেবেন না।**

এরূপ সংস্কারের ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে যে, রাজনৈতিক দলসমূহ ও নির্বাচনের প্রার্থীগণ তাদের আয়, ব্যয় ও অর্থায়নের বিস্তারিত নিরীক্ষা প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনে জমা দেবে এবং নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলসমূহ উক্ত প্রতিবেদন নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে। দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে রাজনৈতিক দলগুলো যেন দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে রাজনৈতিক দলের কোনো পদে না রাখেন বা নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন না দেন, সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

২.৭ সেবাখাতের অটোমেশন

সাধারণ জনগণকে সেবা প্রদানকারী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের- বিশেষত, থানা, রেজিস্ট্রি অফিস, রাজস্ব অফিস, পাসপোর্ট অফিস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সকল সেবা-পরিষেবা খাতের সেবা কার্যক্রম ও তথ্য-ব্যবস্থাপনা অটোমেশনের আওতায় আনা আবশ্যক। এর ফলে সেবা খাতে স্বচ্ছতা বাড়বে ও দুর্নীতির প্রবণতা কমবে।

সুপারিশ - ৭

সেবা প্রদানকারী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের- বিশেষত, থানা, রেজিস্ট্রি অফিস, রাজস্ব অফিস, পাসপোর্ট অফিস এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সকল সেবা-পরিষেবা খাতের সেবা কার্যক্রম ও তথ্য-ব্যবস্থাপনা এন্ড-টু-এন্ড অটোমেশনের আওতায় আনতে হবে।

সেবাখাত অটোমেশনের আওতায় এলে দুদকের কার্যক্রমও গতিশীল হবে। বর্তমানে অনুসন্ধান বা তদন্তের প্রয়োজনে সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় দলিলাদি সংগ্রহ অনেক ক্ষেত্রেই সময়সাপেক্ষ। এর ফলে দুদকের অনুসন্ধান বা তদন্ত বিলম্বিত হয়। পক্ষান্তরে অটোমেশনের আওতায় আসা যে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে খুব সহজে ও দ্রুততার সঙ্গে প্রয়োজনীয় দলিলাদি সংগ্রহ করা সম্ভব।

২.৮ UNCAC এর বাস্তবায়ন

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের (United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ UNCAC এর বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। বিশেষত, বেসরকারি খাতে ঘুষ লেনদেনকে (Article 21: Bribery in the private sector), UNCAC এর বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ অদ্যাবধি স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে শাস্তির আওতায় আনেনি।

সুপারিশ - ৮

UNCAC এর অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

২.৯ কমন রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (CRS) অনুসরণ

কর ফাঁকি ও অর্থ পাচার রোধে বিশ্বব্যাপী Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MCAA) এর অধীনে ২০১৪ সালে প্রণীত ও ২০১৭ সালে কার্যকর হওয়া Common Reporting Standards (CRS) এর ব্যবহার বাড়ছে। বিভিন্ন দেশের ব্যাংক ও আর্থিক খাতের লেনদেনের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে আদান-প্রদানের জন্য CRS ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর। ইতোমধ্যে বিশ্বের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (১৪৯টি) দেশ MCAA এর পক্ষভুক্ত হয়েছে এবং ১২০ টি দেশ CRS ব্যবস্থা অনুসরণ করছে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত, পাকিস্তান ও মালদ্বীপ এই ব্যবস্থায় যোগদান করেছে। বাংলাদেশ এখনও এ উদ্যোগে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

সুপারিশ - ৯

দেশে ও বিদেশে আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে বাংলাদেশকে Common Reporting Standards এর বাস্তবায়ন করতে হবে।

২.১০ উন্মুক্ত সরকার অংশীদারিত্ব/Open Government Partnership (OGP)

২০১১ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ Open Government Declaration (OGD) প্রণয়নের মাধ্যমে উন্মুক্ত সরকারের ধারণা আন্তর্জাতিকীকরণের সূচনা করেছে। OGD সমর্থনের মাধ্যমে, উন্মুক্ত সরকার-বিষয়ক ন্যূনতম মানদণ্ড পূরণ সাপেক্ষে, যে কোনো রাষ্ট্র বা স্থানীয় সরকার Open Government Partnership (OGP) এর সদস্যভুক্ত হতে পারে। OGP এর সদস্যদের স্বচ্ছ, অংশীদারিত্বমূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং একইসঙ্গে এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভেরও সুযোগ রয়েছে। এখন পর্যন্ত ৭৭টি দেশ এবং ১৫০টির বেশি স্থানীয় সরকার OGP এর সদস্যভুক্ত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ OGP এর সদস্যভুক্ত হওয়ার কারণে দুর্নীতি প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ OGP এর সদস্যভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত এই উদ্যোগে সম্পৃক্ত হয়নি।

সুপারিশ - ১০
বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ভাবে Open Government Partnership এর পক্ষভুক্ত হওয়া উচিত।

তৃতীয় অধ্যায়
দুর্নীতি দমন কমিশনের মর্যাদা ও গঠন

দুর্নীতি দমনের বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর কার্যকারিতা, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণে এর মর্যাদা ও গঠন পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সংক্রান্ত দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর বেশকিছু বিধান এই সংস্কার কমিশনের নিকট অপর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হওয়ায় এই অধ্যায়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা হয়েছে।

৩.১ কমিশনের মর্যাদা

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এ দুদককে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (ধারা ৩(২))। বাস্তবক্ষেত্রে বিগত বিশ বৎসরের অধিকাংশ সময়ই দুদকের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা যথেষ্ট প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। এর ফলে দুদক একটি মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। এমতাবস্থায় এই সংস্কার কমিশন মনে করে- সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিলে দুদক মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে অধিকতর কার্যকর হতে পারে। সাংবিধানিক স্বীকৃতি মূলত দুদকের গ্রহণযোগ্যতা এবং কার্যক্রমকে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ করবে। এর ফলে দুদকের স্বাধীনতা অধিকতর সুরক্ষিত হবে এবং সরকার ও রাষ্ট্রের অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতার ক্ষেত্রে দুদক আরও শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারবে।

সুপারিশ - ১১
প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুদককে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।

৩.২ কমিশনারগণের সংখ্যা

বর্তমান আইনে দুদক তিনজন কমিশনার নিয়ে গঠিত হয় (ধারা ৫(১)। তিনজন কমিশনারের মধ্যে একজন চেয়ারম্যান এবং অন্য দুইজন কমিশনারের একজন ''তদন্ত'' এবং অন্যজন ''অনুসন্ধান'' বিষয়ে সার্বিক তত্ত্বাবধান করে থাকেন। দুদকের কাজের ব্যাপ্তি বিবেচনায় দুইজন কমিশনারের পক্ষে কার্যকরভাবে এরূপ তত্ত্বাবধান অত্যন্ত দুরূহ। সর্বোপরি দুদকের নেতৃত্বকে বহুমাত্রিক ও বহু পেশার সমন্বয়ে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করতে কমিশনারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

সুপারিশ - ১২
ন্যূনতম একজন নারীসহ দুদক কমিশনারের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচে উন্নীত করতে হবে।

বর্তমানে দুদকে তিনজন কমিশনার নিয়োগপ্রাপ্ত আছেন। এই সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব অনুসারে আইন সংশোধনপূর্বক কমিশনারের সংখ্যা পাঁচে উন্নীত হলে বর্তমান কমিশনারদের মেয়াদকালেই নতুন আরও দুইজন কমিশনার নিয়োগের সুযোগ তৈরি হবে। সংস্কার কমিশনের মতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নিয়োগকৃত কমিশনারদের সমন্বয়ে দুদক গঠনের এই ধারা অব্যাহত রাখা উচিত। এতে একসঙ্গে সকল কমিশনারদের মেয়াদপূর্তির কারণে দুদকের কার্যক্রমে অচলাবস্থার সম্ভাবনা এড়ানো যাবে। তা ছাড়া এ ব্যবস্থা কমিশনের অধিকতর স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করবে।

৩.৩ কমিশনারগণের যোগ্যতা

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৮ ধারা অনুসারে আইন, প্রশাসন, শিক্ষা, বিচার ও শৃঙ্খলা বাহিনী - এই পাঁচ ধরনের পেশায় ২০ (বিশ) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা কমিশনার হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হন। সংস্কার কমিশনের মতে দুদকের কমিশনার পদের যোগ্যতার মানদণ্ড হিসেবে উপরোল্লেখিত পাঁচটি পেশা ছাড়াও (ক) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (খ) হিসাব ও নিরীক্ষা পেশার এবং (গ) সুশাসন বা দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে নিয়োজিত সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতাকেও বিবেচনায় নেওয়া উচিত। এর ফলে দুদকের প্রায়োগিক কার্যক্রম ও দৃষ্টিভঙ্গিতে অধিকতর বৈচিত্র্য ও দক্ষতার বিকাশ ঘটবে। কমিশন আরও মনে করে যে, যোগ্যতার মানদণ্ড হিসেবে অভিজ্ঞতার ন্যূনতম মেয়াদকাল বিশ বছরের পরিবর্তে পনের বছর করা উচিত। এতে এক বা একাধিক অপেক্ষাকৃত তরুণ কমিশনার নিয়োগের মাধ্যমে দুদককে আরও গতিশীল ও বেগবান করার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

সুপারিশ - ১৩

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) এইরূপভাবে প্রতিস্থাপন করতে হবে – “আইনে, শিক্ষায়, প্রশাসনে, বিচারে, শৃঙ্খলা বাহিনীতে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশায় বা সুশাসন কিংবা দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে নিয়োজিত সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১৫ (পনের) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি কমিশনার হইবার যোগ্য হইবেন।”

৩.৪ কমিশনারগণের মেয়াদ

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ অনুসারে কমিশনারদের মেয়াদ ছিল চার বৎসর। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে আইন সংশোধন করে কমিশনারদের মেয়াদ চার থেকে পাঁচ বছরে উন্নীত করা হয়। অংশীজনের বিশেষত, দুদকের বিভিন্ন শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জোরালো মতামতে এটি প্রতীয়মান হয় যে, চার বছর মেয়াদি কমিশনসমূহ পাঁচ বছর মেয়াদি কমিশনসমূহের চেয়ে তুলনামূলকভাবে অধিক স্বাধীন ও কার্যকর ছিলো এবং কমিশনারদের মেয়াদ চার বছরের বেশি হওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

সুপারিশ - ১৪

দুদক কমিশনারের মেয়াদ পাঁচ বছরের পরিবর্তে চার বছর নির্ধারণ করা উচিত।

৩.৫ বিদ্যমান বাছাই কমিটির পরিবর্তে বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি গঠন

বর্তমান আইনে দুদকের কমিশনার পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি বাছাই কমিটির বিধান রয়েছে (ধারা-৭)। দুদককে আরও স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার স্বার্থে সংস্কার কমিশন মনে করে, বিদ্যমান বাছাই কমিটিকে ঢেলে সাজানো; একে আরও বেশি ক্ষমতায়িত করা এবং এর কার্যক্রমকে আরও বেশি দৃশ্যমান করা প্রয়োজন।

বিদ্যমান আইনে বাছাই কমিটি কেবলমাত্র কমিশনার পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদানের কাজ করে থাকে। সংস্কার কমিশন উক্ত কমিটিকে কমিশনার বাছাইয়ের পাশাপাশি নিয়মিত বিরতিতে দুদকের কার্যক্রম পর্যালোচনার দায়িত্ব দেওয়ার পক্ষে। সেক্ষেত্রে কমিটির বর্তমান নাম পরিবর্তন জরুরি।

সুপারিশ - ১৫

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৭ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" নির্ধারণ করতে হবে।

বিদ্যমান আইনে বাছাই কমিটি পাঁচ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত। তারা হলেন- (১) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন বিচারক (২) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারক (৩) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (৪) সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান এবং (৫) অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিবদের মধ্যে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিব। অংশীজনের মতে অতীতে বাছাই কমিটির সুপারিশে কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সুস্পষ্ট প্রভাব ছিলো। এই সংস্কার কমিশন মনে করে, বিদ্যমান বাছাই কমিটির গঠন-প্রক্রিয়া যথেষ্ট একপেশে এবং এতে প্রয়োজনীয় সংস্কার আবশ্যক।

সুপারিশ - ১৬

প্রস্তাবিত "বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি" সাত সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করতে হবে। তারা হলেন- (১) প্রধান বিচারপতি ব্যতিরেকে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি [পদাধিকারবলে এই কমিটির চেয়ারম্যান] (২) সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি (৩) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (৪) সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান (৫) জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি (৬) জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি এবং (৭) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসনের কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশের একজন নাগরিক।

৩.৬ প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির দায়িত্ব

প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির দায়িত্ব হবে (ক) দুদকের কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নাম বাছাই করে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ এবং (খ) নিয়মিতভাবে দুদকের কার্যক্রম পর্যালোচনা।

৩.৬.১ কমিশনার নিয়োগের সুপারিশ

কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নাম বাছাইয়ের বিদ্যমান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি রয়েছে। কমিশনার পদের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কিসের ভিত্তিতে ও কোন প্রক্রিয়ায় সুপারিশ চূড়ান্ত করা হয়, তা বোধগম্য নয়। এরূপ ব্যবস্থা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ দুদক গঠনের সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করে।

সুপারিশ - ১৭

প্রস্তাবিত “বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি” কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করবে-

- **পত্র-পত্রিকা ও অনলাইন মাধ্যমে কমিশনার পদের জন্য আবেদন বা মনোনয়ন আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে;**
- **প্রত্যেকটি আবেদন বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রার্থীর সম্পদের হিসাব বিবরণী এবং জীবন বৃত্তান্ত (রেফারি হিসেবে দুইজন ব্যক্তির নামসহ) সংযুক্ত করতে হবে;**
- **আবেদনকারী ও মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা কমিশনার পদের যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করবে, তাদের নিয়ে কমিটি একটি প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন করবে; উক্ত তালিকায় কমিটি নিজস্ব উদ্যোগেও প্রার্থীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে;**
- **কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যায়ন রুব্রিক্স (evaluation rubrics) অনুসরণে প্রাথমিক তালিকা থেকে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করে কমিটি সম্ভাব্য প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকবে;**
- **সাক্ষাৎকারকালে কমিটি প্রার্থীর যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততার পাশাপাশি দুদক কমিশনার হিসেবে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পর্যালোচনা করবে;**
- **সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রয়োজনে কমিটি দুইজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে;**
- **সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে কমিটি প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে তিনজন প্রার্থীর নাম জনসম্মুখে প্রকাশ করবে;**
- **জনসম্মুখে নাম প্রকাশের ন্যূনতম সাত দিন পরে কমিটি প্রতি শূন্য পদের বিপরীতে দুইজন প্রার্থীর নাম গোপনীয়তার সহিত রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে।**

৩.৬.২ দুদকের কার্যক্রম পর্যালোচনা

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ অনুসারে প্রতি পঞ্জিকা বছরের মার্চ মাসের মধ্যে কমিশন পূর্ববর্তী বছরে সম্পাদিত উহার কার্যাবলী সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করবে এবং রাষ্ট্রপতি উক্ত প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন (ধারা-২৯)। বিগত দুই দশকের অভিজ্ঞতায় এটি প্রতীয়মান হয় যে, শুধুমাত্র বার্ষিক প্রতিবেদেনের মাধ্যমে দুদকের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা সম্ভব না। এই সংস্কার কমিশন তাই প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটিকে দুদকের কার্যক্রম পর্যালোচনার দায়িত্ব অর্পণের সুপারিশ করছে। এতে করে দুদকের জবাবদিহিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হবে এবং দুদকের ইতিবাচক ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, দুদকের কার্যক্রম পর্যালোচনার কারণে যেন দুদকের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন না হয়, তদন্তের গোপনীয়তা লঙ্ঘিত না হয় এবং বিচারাধীন বিষয়ে কমিটি কর্তৃক হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি না হয়, সে বিষয়ে এই সংস্কার কমিশন যথেষ্ট সচেতন।

সুপারিশ - ১৮

প্রস্তাবিত “বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি” দুদকের কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করবে-

- প্রতি ছয় মাস অন্তর দুদক তার কার্যক্রমের প্রতিবেদন তৈরি করে প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির নিকট পেশ করবে;
- উক্ত প্রতিবেদনের ছক (format) কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। তবে, প্রতিবেদনে আবশ্যিকভাবে যে সকল বিষয় থাকতে হবে, সেগুলো হল- (১) প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা এবং যাচাই বাছাই শেষে তদন্তে প্রেরিত অভিযোগের সংখ্যা (২) কী কারণে কতগুলো অভিযোগ আমলে নেওয়া হয়েছে বা হয়নি, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (৩) দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা অনুযায়ী তদন্ত ও বিচার কার্যক্রমে চলমান বিভিন্ন মামলার সংখ্যা (৪) চলমান গোপন অনুসন্ধানের সংখ্যা ও ধরন (৫) পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গুরুতর ও বৃহৎ আকারের দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়ে দুদকের কার্যক্রমের বিবরণ (৬) অর্থ পাচার-সংক্রান্ত অপরাধের তদন্ত ও বিচারের অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন (৭) রাষ্ট্রীয় ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সহিত সহযোগিতার ব্যাপারে অবহিতকরণ (৮) দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের ব্যাপারে প্রতিবেদন (৯) দুদকের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন বিষয়ে অগ্রগতি (১০) দুদকের দুর্নীতি প্রতিরোধী কার্যক্রমের বিবরণ;
- কমিটি দুদক কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদনের ওপর উন্মুক্ত শুনানির ব্যবস্থা করবে;
- কমিটি যথাসম্ভব উক্ত শুনানি কার্যক্রমে নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের ও বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেবে;
- উক্ত শুনানি শেষে কমিটি তার লিখিত পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করবে;
- কমিটিকে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, উক্ত শুনানির কারণে কোনো অবস্থাতেই যেন চলমান তদন্ত বা অনুসন্ধানের গোপনীয়তা লঙ্ঘিত না হয় এবং কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ বা মামলা সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত না হয়;
- কমিটি উন্মুক্ত শুনানিতে অনুসরণীয় Standard operating procedure (SOP) প্রণয়ন করবে এবং এর যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করবে।

চতুর্থ অধ্যায়
অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, অনুসন্ধান, তদন্ত ও বিচার

দুর্নীতি এবং এতদসংশ্লিষ্ট কতিপয় সুনির্দিষ্ট অপরাধের (দুদকের তফসিলভুক্ত অপরাধ) অনুসন্ধান ও তদন্ত করা এবং তার ভিত্তিতে মামলা করা ও পরিচালনাই দুদকের প্রধানতম কাজ। এই সংস্কার কমিশনের মতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকারিতার স্বার্থে দুদকের এক্তিয়ারভুক্ত অপরাধের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, অনুসন্ধান ও তদন্তের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনি কাঠামো ও কর্মপদ্ধতিতে ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। উপরন্তু, দ্রুত বিচারের স্বার্থে বিচারিক আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। এই অধ্যায়ে এ সকল বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা হলো।

৪.১ অভিযোগ ব্যবস্থাপনা

দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ অনুযায়ী যে কোনো ব্যক্তি দুদকের তফসিলভুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে দুদকের প্রধান কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, বা বিভাগীয় কার্যালয়ে (বিধি ৩(১)), কিংবা থানায় (বিধি ৪) মৌখিক বা লিখিত আকারে অভিযোগ দাখিল করতে পারে (বিধি ২(খ))। উল্লেখ্য, থানায় দাখিলকৃত অভিযোগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানা উক্ত অভিযোগের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুদক বা দুদকের জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করবে (বিধি ৪)। উপরন্তু, দুদক স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তফসিলভুক্ত যে-কোনো অপরাধের অভিযোগ বিবেচনায় নিতে পারে (ধারা ১৭(গ), দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪)।

বর্তমানে দুদক বিভিন্ন মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ রেজিস্টারভুক্ত করে থাকে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, সরকারি বিভিন্ন দপ্তর হতে প্রাপ্ত অভিযোগ, সরাসরি/ডাকযোগে/ইমেইলে প্রাপ্ত লিখিত অভিযোগ, গণমাধ্যম বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ, দুদক হট লাইন নম্বর ১০৬-এ প্রাপ্ত অভিযোগ, গণশুনানিতে উত্থাপিত অভিযোগ, দুদকের ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজে প্রাপ্ত অভিযোগ, গোয়েন্দা কার্যক্রমের মাধ্যমে দুদক কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগ, বিভিন্ন দপ্তরে স্থাপিত অভিযোগবাক্সে প্রাপ্ত অভিযোগ, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও বা উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং আদালত/থানা হতে প্রেরিত অভিযোগ।

রেজিস্টারভুক্ত অভিযোগসমূহ যাচাই-বাছাইয়ের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ অনুযায়ী দুদকের প্রধান কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা বিভাগীয় কার্যালয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট এক বা একাধিক যাচাই-বাছাই কমিটি (যাবাক) গঠনের বিধান রয়েছে (বিধি ৩(৪) ও বিধি ৫)। প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে দুদকের জেলা বা বিভাগীয় কার্যালয়ের যাবাক কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ পুনরায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ের যাবাক কর্তৃক যাচাই-বাছাইয়ের বাধ্যবাধকতা রয়েছে (বিধি ৩(৬)- ৩(৮))। এই প্রক্রিয়ায় প্রতিটি অভিযোগ যাচাই-বাছাইয়ে দুদকের প্রধান কার্যালয়ের জন্য গঠিত যাবাকের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। উক্ত যাবাকের সুপারিশ দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনারের মাধ্যমে সিদ্ধান্তের জন্য কমিশনের নিকট উপস্থাপিত হয় (বিধি ৩(৯), ৬(১))।

এই সংস্কার কমিশনের মতে, দুদকের জেলা বা বিভাগীয় কার্যালয়ের যাবাক কর্তৃক প্রদত্ত সকল সুপারিশ পুনরায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ের জন্য গঠিত যাবাক কর্তৃক যাচাই-বাছাইয়ের বিধান অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘসূত্রিতার জন্ম দেয়। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতার কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তি দুদকের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারের এবং তথ্য-প্রমাণ নষ্ট করার সুযোগ পায়। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত-গ্রহণের প্রক্রিয়াকে বিকেন্দ্রীকরণ করা যেতে পারে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ১৮ মোতাবেক দুদক তার ক্ষমতা অর্পণের ক্ষমতা (power to delegate powers) প্রয়োগের মাধ্যমে যাবাকের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে পারে।

সুপারিশ - ১৯

দীর্ঘসূত্রিতা এড়ানো ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করতে হবে-

- **দুদকের জেলা বা বিভাগীয় কার্যালয়ের যাবাক কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ পুনরায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ের যাবাক কর্তৃক যাচাই-বাছাই না করা;**
- **দুদক কর্তৃক নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট মাত্রার নিচের অপরাধের অভিযোগের ক্ষেত্রে জেলা বা বিভাগীয় কার্যালয়কে অভিযোগ পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া।**

প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে দুদক কর্তৃক কোনো ব্যবস্থা (অনুসন্ধান/তদন্ত) গৃহীত হলে বা না হলে, সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারীকে অবহিত করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। দুদকের জবাবদিহিতার স্বার্থে এরূপ বাধ্যবাধকতা থাকা আবশ্যক।

সুপারিশ - ২০

সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দুদকে অভিযোগ দায়ের করলে, যত দ্রুত সম্ভব দুদক অভিযোগকারীকে অভিযোগের ওপর গৃহীত ব্যবস্থা (অনুসন্ধান/তদন্ত/নিষ্পত্তি), কারণসহ, লিখিতভাবে অবহিত করবে মর্মে আইনি বিধান করতে হবে।

দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭-এর বিধি মোতাবেক প্রধান কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা বিভাগীয় কার্যালয়ের যাবাকসমূহ দুদকের তিনজন কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত (বিধি ৫(২), ৫(৩)) এবং কমিশন যে কোনো সময় যাবাক বাতিল বা পুনর্গঠন করতে পারে (বিধি ৫(৪))। এই সংস্কার কমিশনের নিকট এটি প্রতীয়মান হয়েছে যে, একই যাবাক দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালন করার কারণে এবং দুদকের প্রধান কার্যালয়ের জন্য গঠিত যাবাকে প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের প্রাধান্যের কারণে যাবাকের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিয়ে অংশীজনের মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ ও সংশয় রয়েছে।

সুপারিশ - ২১

যাচাই-বাছাই কমিটি (যাবাক)-এর অধিকতর স্বচ্ছতার স্বার্থে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করতে হবে-

- **দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ৫(৪) প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়মিত বিরতিতে (সম্ভব হলে, প্রতি মাসে ন্যূনতম দুই বার) যাবাকসমূহ পুনর্গঠন করা এবং একই ব্যক্তি যেন একাদিক্রমে দীর্ঘসময় যাবাকে দায়িত্ব পালন না করেন তা নিশ্চিত করা; এবং**
- **যাবাকের তিন সদস্যের মধ্যে একের অধিক প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তা না রাখা।**

৪.২ অনুসন্ধান ও তদন্ত

বাংলাদেশের বিদ্যমান ফৌজদারি আইনে যে কোনো আমলযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটনের তথ্য প্রাপ্তির পর সরাসরি তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এ তদন্তের পূর্বে ''অনুসন্ধান'' কার্যক্রমের বিধান রয়েছে। এই আইন অনুসারে, ''অনুসন্ধান'' অর্থ "তফসিলভুক্ত কোনো অপরাধ-সংক্রান্ত অভিযোগ প্রাপ্ত বা জ্ঞাত হইবার পর উহা কমিশন কর্তৃক তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য গৃহীত ও লিপিবদ্ধ হইবার পূর্বে উক্ত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা উদ্‌ঘাটনের লক্ষ্যে কমিশন বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম" (ধারা ২(ক))। দুদকের সাম্প্রতিক বছরগুলোর বার্ষিক প্রতিবেদনে এটি সুস্পষ্ট যে, বর্তমানে দুদকের তফসিলভুক্ত প্রতিটি অপরাধের তদন্তের পূর্বে আবশ্যিকভাবে ''অনুসন্ধান'' কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

এই সংস্কার কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, তদন্ত-পূর্ব আবশ্যিক অনুসন্ধানের ধারণা চরম মাত্রায় বৈষম্যমূলক। প্রচলিত আইনে যেখানে খুন, ধর্ষণ বা ডাকাতির মতো গুরুতর অপরাধের জন্য অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা উদ্‌ঘাটনের লক্ষ্য ''অনুসন্ধান' কার্যক্রমের আবশ্যকতা নেই, সেখানে দুর্নীতির অপরাধের ক্ষেত্রে এরূপ বাধ্যবাধকতার কোনো যৌক্তিকতা নেই। উপরন্তু, তদন্ত-পূর্ব আবশ্যিক অনুসন্ধানের কারণে অনাবশ্যক দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয় এবং দুদকের প্রাথমিক পদক্ষেপে এরূপ অনাবশ্যক দীর্ঘসূত্রিতায় প্রভাবশালী অভিযুক্ত ব্যক্তিরা দুদকের কাজে অন্যায় প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পায়। ফলে দুদকের কর্মকর্তাদের মাঝে দুর্নীতির প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

সুপারিশ - ২২

দুদকের তফসিলভুক্ত প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে তদন্ত-পূর্ব আবশ্যিক অনুসন্ধানের ব্যবস্থা বাতিল করে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করতে হবে-

- **লিখিতভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট হতে অপরাধ সংঘটনের সুনির্দিষ্ট তথ্য (information) প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সরাসরি মামলা দায়েরপূর্বক তদন্ত কার্যক্রম শুরু করতে হবে;**
- **অপরাধ সংঘটনের ব্যাপারে কোনো বার্তা (message) প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কিংবা অপরাধ সংঘটনের সুনির্দিষ্ট তথ্য লিখিতভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত না হলে, উক্ত তথ্য বা বার্তার গুরুত্ব বিবেচনায় দুদক গোপন অনুসন্ধান (undercover inquiry) পরিচালনা করতে পারবে।**

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ অনুসারে দুদকের তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহ কেবলমাত্র দুদক কর্তৃক তদন্তযোগ্য (ধারা ২০)। এরূপ বিধান তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের ব্যাপকতা বিবেচনায় এই সংস্কার কমিশনের মতে বাস্তবসম্মত নয়। রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরের অপেক্ষাকৃত ছোট মাত্রার সকল দুর্নীতির ব্যাপারে দুদক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বড় বড় দুর্নীতির (grand corruption) তদন্ত বাধাগ্রস্ত ও বিলম্বিত হয়। বর্তমানে অপেক্ষাকৃত ছোট মাত্রার দুর্নীতির অভিযোগসমূহ যাবাক কর্তৃক নথিভুক্ত করে পরিসমাপ্তির জন্য কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা দপ্তরে প্রেরণের সুপারিশ করা হয়। এরূপ ব্যবস্থার ফলে দুর্নীতির মাত্রা বিবেচনার ক্ষেত্রে দুদক প্রকৃতপক্ষে 'pick and choose' করার সুযোগ পায়। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত ছোট মাত্রার বিপুলসংখ্যক দুর্নীতির ক্ষেত্রে ফৌজদারি আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা যায় না। বাস্তবভিত্তিক নীতি-কৌশলের মাধ্যমে এই অরাজকতা নিরসন করা অত্যন্ত জরুরি।

সুপারিশ - ২৩

দুদক কর্তৃক একটি Prosecution Policy প্রণয়ন করতে হবে। এর মাধ্যমে অপরাধের মাত্রা ও জনস্বার্থ বিবেচনায় তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহ কোন কোন ক্ষেত্রে দুদক কর্তৃক তদন্তযোগ্য হবে, তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে এবং অপরাপর ক্ষেত্রে দুদক অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় প্রেরণ করবে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ২০ সংশোধনপূর্বক পুলিশকে কমিশন কর্তৃক প্রেরিত অভিযোগ তদন্তের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

২০০৪ সালে প্রণীত দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে ২০১৩ সালে সংশোধনী এনে ধারা ৩২ক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত ধারা অনুসারে কোনো জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হলে দুদককে আবশ্যিকভাবে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৯৭ প্রতিপালন করতে হবে। এর ফলে উপরোক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের শর্ত হিসেবে দুদককে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এই কমিশনের মতে ২০১৩ সালের এই সংশোধনীটি বৈষম্যমূলক ও দুদকের স্বাধীনতার পরিপন্থি। সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ইতিমধ্যে ৩২ক ধারাকে অসাংবিধানিক ও বাতিল বলে ঘোষণা করেছে (*Human Rights and Peace for Bangladesh v. Hon'ble Speaker, Bangladesh Jatiyo Sangsad* (67 DLR 191))।

সুপারিশ - ২৪

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৩২ক বিলুপ্ত করতে হবে।

৪.৩ বিচারিক আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ অনুসারে, দুদকের তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহ কেবলমাত্র স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচারযোগ্য (ধারা ২৮(১))। বর্তমানে দুদকের ৩৬টি সমন্বিত জেলা কার্যালয় রয়েছে। কিন্তু যে সকল জেলায় সমন্বিত জেলা কার্যালয় রয়েছে তার সবগুলোতে এখনও স্পেশাল জজ আদালত নেই। বিচারিক আদালতের স্বল্পতার কারণে মামলার জট যেমন বাড়ছে, তেমনি ভোগান্তির শিকার হচ্ছে বিচারপ্রার্থী জনগণ। দুর্নীতির মামলায় দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে বিচারিক আদালত বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই।

সুপারিশ - ২৫

বর্তমানে দুদকের কার্যালয় রয়েছে এমন প্রতিটি জেলায় অবিলম্বে স্পেশাল জজ আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পরবর্তীকালে কোনো জেলায় দুদকের কার্যালয় স্থাপন করা হলে, দ্রুততম সময়ের মধ্যে ওই জেলায় স্পেশাল জজ আদালত প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৪ প্লি-বার্গেইনিং (plea bargaining) ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা যাচাই

দুদক আইনে তদন্ত/অনুসন্ধান বা বিচার প্রক্রিয়ায় অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক দোষ স্বীকারের মাধ্যমে শাস্তির মাত্রা কমানোর (plea bargaining) কোনো আইনি ব্যবস্থা নেই। এরূপ ব্যবস্থা পৃথিবীর অনেক দেশে দুর্নীতি দমন প্রক্রিয়াকে কার্যকর ও গতিশীল করতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এই সংস্কার কমিশনের মতে দুদকের কার্যক্রমে, বিশেষত ছোট মাত্রার দুর্নীতি ও বিদেশে অর্থ পাচারের ক্ষেত্রে plea bargaining ব্যবস্থার সম্ভাবতা যাচাইয়ের জন্য নিবিড় পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

সুপারিশ - ২৬

দুদকের তফসিলভুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে Plea bargaining ব্যবস্থার সম্ভাব্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক ফলাফল নিবিড় পর্যালোচনা ও তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত-গ্রহণ করতে হবে।

৪.৫ আন্তঃএজেন্সি সহযোগিতা ও সমন্বয়

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এ যথেষ্ট আইনি বিধান (ধারা ১৯, ধারা ২৩) থাকা সত্ত্বেও বাস্তব ক্ষেত্রে দুদক তদন্ত বা অনুসন্ধান কার্যক্রমে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে দ্রুততম সময়ে আশানুরূপ সহযোগিতা পায় না। এক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রায়োগিক সংস্কার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিশ্চিত করতে পারে। অন্যদিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইনি প্রতিবন্ধকতার কারণেও এরূপ সহযোগিতার সুযোগ সীমিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কারের কোনো বিকল্প নেই। উপরন্তু, নিবিড় আন্তঃএজেন্সি সহযোগিতা অনেকক্ষেত্রেই দুর্নীতির তথ্য উদঘাটনেও সহায়ক হতে পারে। এসব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এই সংস্কার কমিশন আন্তঃএজেন্সি সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করছে।

৪.৫.১ ফোকাল পারসন নির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে আন্তঃএজেন্সি সহযোগিতা জোরদার করা

প্রাত্যহিক কাজের ক্ষেত্রে দুদক কতিপয় এজেন্সির সহযোগিতার ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (National Board of Revenue (NBR), পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (Criminal Investigation Department (CID), বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (Bangladesh Financial Intelligence Unit - BFIU) এবং নিবন্ধন অধিদপ্তর (Directorate of Registration) । এসব এজেন্সিতে দুদককে সহযোগিতার জন্য নির্দিষ্ট একজন ফোকাল পারসন থাকলে দ্রুততম সময়ে দুদকের পক্ষে কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা পাওয়া সহজতর হবে।

সুপারিশ - ২৭

সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের মাধ্যমে NBR, CID, BFIU, Directorate of Registration সহ যে সকল এজেন্সির সহযোগিতা প্রতিনিয়ত দুদকের প্রয়োজন হয়, সে সব এজেন্সিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশে দুদককে সহযোগিতার জন্য ফোকাল পারসন নির্দিষ্ট করতে হবে।

৪.৫.২ আন্তঃএজেন্সি সহযোগিতা ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে টাস্কফোর্স গঠন

এই সংস্কার কমিশন মনে করে, অতিউচ্চ মাত্রার দুর্নীতি বা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দুর্নীতি তদন্তের ক্ষেত্রে প্রয়োজন সাপেক্ষে বিভিন্ন এজেন্সির সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠন অধিকতর কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

সুপারিশ - ২৮

অতি উচ্চমাত্রার দুর্নীতি বা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দুর্নীতি, বিশেষত অর্থ পাচার, তদন্তের ক্ষেত্রে দুদক কর্তৃক প্রতিটি অভিযোগের জন্য দুদকের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এজেন্সির উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে আলাদা টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে।

৪.৫.৩ আয়কর আইন, ২০২৩- এর সংশোধন

২০২৩ সালে প্রণীত আয়কর আইনের মাধ্যমে দুদক কর্তৃক NBR-এর নিকট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তির সুযোগ সীমিত করা হয়েছে। আয়কর আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত বিবৃতি, দাখিলকৃত রিটার্ন বা হিসাব বিবরণী বা দলিলাদি উক্ত আইনের ৩০৯ ধারায় গোপনীয় বলে বিবেচিত এবং আদালতের আদেশ ব্যতিরেকে NBR দুদককে এসকল তথ্যাদি বা দলিলাদি প্রদান করতে পারে না। এই আইন প্রণয়নের আগে দুদক NBR থেকে যে সকল তথ্যাদি বা দলিলাদি আদালতের আদেশ ব্যতিরেকেই পেতে পারতো, এই আইন প্রণয়নের পর তা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

সুপারিশ - ২৯

আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধনপূর্বক এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, দুদক কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বা দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না।

৪.৫.৪ CAG ও IMED এর সঙ্গে সমন্বিত সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন

বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (Comptroller and Auditor General of Bangladesh - CAG) প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব নিরীক্ষা করে থাকেন। অন্যদিকে, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (Implementation Monitoring and Evaluation Division - IMED) সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সরকারি ক্রয়-প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের কাজ করে থাকে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কাজের ধরনের কারণে CAG ও IMED এর পক্ষে দুর্নীতি চিহ্নিত করা অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে সহজ।

বিগত দিনগুলোতে ব্যাপক দুর্নীতি হলেও CAG বা IMED এর সঙ্গে দুদকের সমন্বিত সহযোগিতা না থাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দুর্নীতির ঘটনা দুদকের তদন্ত/অনুসন্ধানের আওতায় আসেনি।

সুপারিশ - ৩০

CAG ও IMED কোনো দুর্নীতি উদঘাটন করলে কিংবা সন্দেহ করলে, তা যেন দুদকের দুদকের নজরে আসে এবং দুদক প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে, তা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়
দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা

কার্যকর এবং যুগোপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই দীর্ঘমেয়াদে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। সংস্কার কমিশনের মতে দুদকের বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক স্বাধীনতা ও ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু দুর্বলতা বা ঘাটতি রয়েছে। এসব দিক পর্যালোচনায় এই অধ্যায়ে বেশ কিছু সুপারিশ পেশ করা হলো।

৫.১ অনুবিভাগ

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ অনুযায়ী দুদকের সাংগঠনিক কাঠামো সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয় (ধারা ৩০)। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জনবল কাঠামোয় (organogram) দুদকের জন্য ৮ জন মহাপরিচালকের পদ রয়েছে। বর্তমানে ৮ জন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে দুদকের ৮টি অনুবিভাগ রয়েছে। দুদকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা প্রধানত কোনো না কোনো অনুবিভাগের অধীনে তাদের দায়িত্ব পালন করেন বিধায় দুদকের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুবিভাগসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে বিদ্যমান ৮টি অনুবিভাগ হলো- (১) প্রশাসন ও মানবসম্পদ (২) প্রতিরোধ ও গবেষণা (৩) আইসিটি ও প্রশিক্ষণ (৪) লিগ্যাল ও প্রসিকিউশন (৫) অনুসন্ধান ও তদন্ত-১ (৬) অনুসন্ধান ও তদন্ত-২ (৭) বিশেষ অনুসন্ধান ও তদন্ত এবং (৮) মানিলন্ডারিং।

এই সংস্কার কমিশন মনে করে, দুদককে গতিশীল ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৮টি অনুবিভাগ যথেষ্ট নয়। তদন্ত ও গোপন অনুসন্ধানের জন্য আরো অনুবিভাগ গঠন করা আবশ্যক। দুদকের কার্যক্রমকে অটোমেশনের লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি-বিষয়ক একটি স্বতন্ত্র অনুবিভাগ প্রয়োজন। উপরন্তু, অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার জন্য স্বতন্ত্র অনুবিভাগ তৈরি দুদকের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

সুপারিশ - ৩১

দুদকের মহাপরিচালকের সংখ্যা ৮ থেকে ১২ তে উন্নীত করে তাদের অধীনে নিম্নোক্ত ১২টি অনুবিভাগ গঠন করা উচিত, যথা- (১) প্রশাসন, অর্থ ও মানবসম্পদ (২) প্রতিরোধ ও গণযোগাযোগ (৩) তথ্য প্রযুক্তি (৪) প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন (৫) লিগ্যাল ও প্রসিকিউশন (৬) তদন্ত-১ (৭) তদন্ত-২, (৮) বিশেষ তদন্ত (৯) মানিলন্ডারিং (১০) গোপন অনুসন্ধান-১ (১১) গোপন অনুসন্ধান-২ এবং (১২) অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা।

৫.২ জনবল-কাঠামো ও শূন্য পদে নিয়োগ

বিদ্যমান জনবল-কাঠামো অনুযায়ী দুদকের প্রধান কার্যালয়, ৮টি বিভাগীয় কার্যালয় এবং ৩৬টি সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের জন্য সরকার অনুমোদিত জনবল-কাঠামো অনুযায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ২০৯৮টি পদ (সুপার নিউমারি পদসহ) রয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত অনুমোদিত জনবল-কাঠামোর ৯৪৫টি পদ শূন্য রয়েছে। জনবলের এই ঘাটতিকে অনুসন্ধান, তদন্ত, প্রতিরোধসহ অন্যান্য কার্যক্রমে দুদকের ধীর গতির অন্যতম কারণ মনে করা হয়। এই সংস্কার কমিশন দুদকের শূন্য পদসমূহে দ্রুততম সময়ে উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ ও পদায়নের সুপারিশ করছে। শূন্য পদসমূহে নিয়োগের পাশাপাশি এ কথাও বিবেচনায় নিতে হবে যে, এই কমিশন প্রতিবেদনে যে সব সুপারিশ উপস্থাপন করছে, তার যথাযথ বাস্তবায়ন বিদ্যমান জনবল-কাঠামোর মাধ্যমে সম্ভব নয়।

সুপারিশ - ৩২

বর্তমানে শূন্য পদসমূহে অবিলম্বে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালা কার্যকর করার স্বার্থে যত দ্রুত সম্ভব নতুন জনবল-কাঠামো প্রণয়ন করে প্রয়োজনীয় পদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

৫.৩ জেলা কার্যালয়

বর্তমানে দুদকের ৩৬টি সমন্বিত জেলা কার্যালয় রয়েছে। দেশের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক জেলায় দুদকের কোনো কার্যালয় নেই। দুদকের কার্যক্রম জনসম্মুখে দৃশ্যমান করার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় সীমাবদ্ধতা। প্রতিটি জেলায় দুদকের জেলা কার্যালয় থাকলে উক্ত জেলার ভুক্তভোগীরা খুব সহজেই দুদকে অভিযোগ জানাতে পারে। এ ছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দুর্নীতিবিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টিতে জেলা কার্যালয়ের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য। এক জেলায় স্থাপিত সমন্বিত কার্যালয়ের মাধ্যমে অন্য জেলায় ফলপ্রসূ কাজ করা অত্যন্ত দুরূহ।

সুপারিশ - ৩৩

দেশের প্রতিটি জেলায় পর্যায়ক্রমে পর্যাপ্ত লজিস্টিক সক্ষমতাসহ দুদকের জেলা কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫.৪ সচিব পদে নিয়োগ

সচিব দুদকের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদ। দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের ধারা ১৬(১)-এ বলা হয়েছে যে, কমিশনের সচিব কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। ধারা ১৬(২) মোতাবেক সচিবের দায়িত্ব হলো- দুদক চেয়ারম্যানের নির্দেশ অনুযায়ী কমিশনের সভার আলোচ্য বিষয়সূচি এবং কমিশনের এতদ্‌বিষয়ক সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণ, কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ, কমিশনারগণ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট নথি সংরক্ষণ এবং কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন ও কার্য সম্পাদন।

দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ২০০৮-এর তফসিল-১ অনুসারে "জাতীয় বেতন স্কেলের ২য় গ্রেডের বা সমস্কেলের কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে" সচিব পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। তবে "প্রেষণে নিয়োগের জন্য যোগ্য কর্মকর্তা পাওয়া না গেলে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে" সচিব নিয়োগ করা যেতে পারে। বাস্তবে দুদকের সচিব পদে প্রধানত- সরকারের প্রশাসন ক্যাডার থেকে প্রেষণে আসা কর্মকর্তারা দায়িত্ব পালন করেন। অংশীজনের মতে সচিব যে ক্যাডার থেকে প্রেষণে আসেন, সে ক্যাডারের প্রেষণে আসা কর্মকর্তারা দুদকে অন্যদের ওপর অন্যায্য প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এর ফলে অনেকক্ষেত্রে অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমও প্রভাবিত হয়।

সুপারিশ - ৩৪

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক ও উন্মুক্ত-প্রক্রিয়ায় সচিব নিয়োগের বিধান করতে হবে। তবে সরকারি চাকুরীতে নিয়োজিত কোনো কর্মকর্তা বিজ্ঞাপিত পদের জন্য যোগ্য বিবেচিত হলে, মাতৃসংস্থা থেকে ছুটি সাপেক্ষে তিনি দুদকের সচিব পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেতে পারেন।

৫.৫ অন্যান্য পদে নিয়োগ

সচিব ছাড়া দুদকের অন্যান্য পদের বিদ্যমান নিয়োগ ব্যবস্থায়ও ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে মহাপরিচালক, পরিচালক ও উপপরিচালক পদে সরাসরি নিয়োগের সুযোগ নেই। অন্যদিকে সহকারী পরিচালক ও উপসহকারী পরিচালকের পদসমূহ ৬০ শতাংশ সরাসরি নিয়োগ ও ৪০ শতাংশ পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের বিধান রয়েছে [দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা ২০০৮, তফসিল-১]। দুদকের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধির স্বার্থে উচ্চতর পদসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

সুপারিশ - ৩৫

মহাপরিচালক ও পরিচালক পদসমূহের (প্রেষণে বদলির মাধ্যমে নিযুক্ত মহাপরিচালক ও পরিচালক ব্যতীত) সকল নিয়োগ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক ও উন্মুক্ত-প্রক্রিয়ায় হতে হবে। তবে বিজ্ঞাপিত যোগ্যতার মানদন্ড পূরণকারী দুদকের অভ্যন্তরীণ প্রার্থীদের জন্য মহাপরিচালক পদের ৬০ শতাংশ ও পরিচালক পদের ৭৫ শতাংশ সংরক্ষিত রাখতে হবে।

বিগত বছরগুলোতে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তাদের দুদকের উচ্চতর পদসমূহে ব্যাপক সংখ্যায় নিয়োগ করা হয়েছে। নেতৃস্থানীয় পদসমূহে প্রেষণ ব্যবস্থার এই ব্যাপক বিস্তার দুদকের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতাকে ক্ষুণ্ন করেছে। সরকারি চাকুরী থেকে সাময়িক সময়ের জন্য প্রেষণে বদলি হয়ে দুদকে আসা অধিকাংশ কর্মকর্তা, তাদের মূল চাকুরীতে অধিকমাত্রায় সরকারের আনুকূল্য লাভের প্রত্যাশায় দুর্নীতি দমনের চেয়ে সরকারি পর্যায়ের দুর্নীতি ধামাচাপা দিয়ে সরকারের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি রক্ষাতেই অধিক মনোযোগী ছিলো। সরকারি প্রশাসন থেকে প্রেষণে আসা কর্মকর্তারা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের মাতৃসংস্থায় নিয়োজিত সহকর্মীদের দুর্নীতির অনুসন্ধান/তদন্তকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করেছেন বলে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। প্রেষণে আসা কর্মকর্তারা দুদকে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত না হওয়ার কারণে তাদের অনেকের মধ্যে দুদকের প্রতি একাত্মবোধ গড়ে ওঠে না। অন্যদিকে ব্যাপক মাত্রার প্রেষণ দুদকের স্থায়ী কর্মকর্তাদের মধ্যে বঞ্চনাবোধ ও অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় এই কমিশন মনে করে, প্রেষণে বদলির মাধ্যমে নিয়োগকে নিরুৎসাহিত করা উচিত। তবে রাষ্ট্রীয় বা সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিশেষায়িত জ্ঞান বা দক্ষতার অধিকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এরূপ ব্যবস্থা প্রতিবন্ধকতা হওয়া উচিত নয়।

সুপারিশ - ৩৬

মহাপরিচালক, পরিচালক ও উপপরিচালক- এই প্রতিটি স্তরে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ পদের নিয়োগ প্রেষণে বদলির মাধ্যমে হতে পারে। তবে তদন্ত, প্রসিকিউশন বা বিচারের স্বার্থে বিচারকর্ম বিভাগ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী থেকে প্রেষণে আসা কর্মকর্তারা এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

৫.৬ স্থায়ী প্রসিকিউশন ইউনিট

দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে স্থায়ী প্রসিকিউশন ইউনিট গঠনের উল্লেখ থাকলেও (ধারা ৩৩), দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও অত্র ইউনিটটি গঠিত হয়নি। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি দুদক চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত অস্থায়ী আইনজীবীদের দ্বারা আদালতে মামলা পরিচালনা করে আসছে। এই সংস্কার কমিশন মনে করে, আইনের বিধান অনুসরণ করে স্থায়ী প্রসিকিউশন ইউনিট গঠন করা হলে, তা দীর্ঘমেয়াদে দুদকের

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করবে এবং মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সহায়ক হবে। এই সংস্কার কমিশন আরও মনে করে যে, রাতারাতি সকল চুক্তিভিত্তিক আইনজীবীকে স্থায়ী প্রসিকিউটর হিসেবে নিযুক্ত আইনজীবীদের দ্বারা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয়। এতে করে মামলা পরিচালনায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজীবীর সংকট তৈরি হবে।

সুপারিশ - ৩৭

আইনে উল্লিখিত স্থায়ী প্রসিকিউশন ইউনিট গঠনের জন্য অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে কিছুসংখ্যক স্থায়ী প্রসিকিউটর (১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ) নিয়োগের মাধ্যমে আইনের আংশিক বাস্তবায়ন শুরু করা যায় এবং পরবর্তীতে প্রতি বছর ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ চুক্তিভিত্তিক আইনজীবীর পদ স্থায়ী প্রসিকিউটর দ্বারা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ৫-১০ বছরের মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ৩৩(১) পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫.৭ অটোমেশন (automation)

দুদকের সার্বিক কার্যক্রম বিশেষত অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, তদন্ত, গোপন অনুসন্ধান, ও প্রসিকিউশন সংক্রান্ত কার্যাদি পুর্ণাঙ্গ অটোমেশনের (end-to-end automation) আওতায় আনা অত্যন্ত জরুরি। এতে করে দুদকের কাজে অভিযোগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। বিশেষ করে অভিযোগ ব্যবস্থাপনার পুরো প্রক্রিয়াটি অটোমেশনের আওতায় আসলে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অভিযোগ ধামাচাপা দেওয়ার বা অবমূল্যায়নের সুযোগ সীমিত হবে। একইভাবে তদন্তকারী (ক্ষেত্রবিশেষে গোপন অনুসন্ধানকারী) কর্মকর্তার কেস ডায়েরি (case diary) প্রস্তুতকরণ ও সংরক্ষণের কাজ অটোমেশনের আওতায় আসলে তদন্তের ফলাফলে কারসাজি করার বা তদন্তের কোনো এক পর্যায়ে প্রাপ্ত প্রমাণাদি পরবর্তীকালে প্রভাবিত হয়ে গোপন করার প্রবণতা কমবে।

সুপারিশ - ৩৮

দুদকের সার্বিক কার্যক্রম বিশেষত অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, তদন্ত, গোপন অনুসন্ধান ও প্রসিকিউশন সংক্রান্ত কার্যাদি এন্ড-টু-এন্ড অটোমেশনের আওতায় আনতে হবে।

৫.৮ ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব

অনুসন্ধান/তদন্তকালে জব্দকৃত ডিজিটাল আলামত বিশ্লেষণপূর্বক মতামত প্রদানের মাধ্যমে অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তাকে সহায়তার উদ্দেশ্যে অতি সম্প্রতি দুদক একটি ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করেছে। ল্যাব স্থাপনের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয় হলেও, অদ্যাবধি ল্যাবের লোকবল ও সক্ষমতা যথেষ্ট নয়। এই ল্যাবের কার্যপদ্ধতি (SOP) তে বলা হয়েছে, (ক) এই ল্যাব দুদকের প্রশিক্ষণ ও তথ্যপ্রযুক্তি অনুবিভাগের অধীনে পরিচালিত হবে এবং (খ) এই ল্যাবে কর্মরত ব্যক্তিগণকে বিশেষজ্ঞ সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এই সংস্কার কমিশন মনে করে, ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবে বিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্বরত কোনো ব্যক্তি যেন দুদকের তদন্ত বা অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় কোনোভাবে সম্পৃক্ত হতে না পারে, তা নিশ্চিত করা জরুরি। পাশাপাশি এই ল্যাবকে দুদকের বিদ্যমান অনুবিভাগসমূহের প্রভাব থেকে

সম্পূর্ণ মুক্ত করে সরাসরি চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করা উচিত। অন্যথায় এই ল্যাবের প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতামত আদালতে উপস্থাপিত হলে এর নিরপেক্ষতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ থেকে যাবে।

সুপারিশ - ৩৯

ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের লোকবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি একে দুদকের বিদ্যমান অনুবিভাগসমূহের প্রভাব থেকে মুক্ত করে সরাসরি চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করতে হবে।

৫.৯ প্রশিক্ষণ

দুদকের মত দুর্নীতিবিরোধী বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এর কর্মীদের, বিশেষত তদন্ত ও গোপন অনুসন্ধানে নিয়োজিতদের নিয়মিত বিরতিতে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। বর্তমানে নবীন কর্মকর্তাদের জন্য স্বল্পমেয়াদি বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও, সকল শ্রেণির কর্মকর্তাদের নিয়মিত বিরতিতে প্রশিক্ষণ লাভের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বিশ্বব্যাপী দুর্নীতি-সংক্রান্ত অপরাধের কলা-কৌশল যেমন নিত্য পরিবর্তনশীল, তেমনি দুর্নীতি দমনের কৌশলসমূহও দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। এমতাবস্থায় পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে দুদককে সময়োপযোগী, গতিশীল ও কার্যকর করতে এর প্রশিক্ষণ-বিষয়ক কার্যক্রমকেও সংস্কারের আওতায় আনা জরুরি।

সুপারিশ - ৪০

দুদকের নিজস্ব প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপন করে এর আর্থিক, প্রশাসনিক ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং একাডেমির মাধ্যমে সকল শ্রেণির কর্মকর্তাকে নিয়মিত বিরতিতে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে।

৫.১০ চাকুরী বিধিমালার বিধি ৫৪(২)-এর বিলোপ

দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা ২০০৮-এর বিধি ৫৪(২) অনুসারে দুদকের কোনো কর্মচারীকে ৯০ (নব্বই) দিনের নোটিশ বা বেতন প্রদান করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ দর্শানো ব্যতীত অপসারণ করতে পারে। এই বিধান একদিকে যেমন ন্যায়বিচার নীতির পরিপন্থি, অন্যদিকে এর ফলে দুদকের কর্মীরা স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে কাজ করতে পারে না।

সুপারিশ - ৪১

দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ২০০৮-এর বিধি ৫৪(২) বিলুপ্ত করতে হবে।

৫.১১ আর্থিক স্বাধীনতা

দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের ৩০ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরকার কর্তৃক দুদকের বাজেট নির্ধারিত হইবে। বর্তমানে দুদক সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ চেয়ে থাকে এবং সরকার বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে অর্থায়ন করে থাকে। বিদ্যমান আইন অনুসারে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ দুদক সরকারের পূর্বানুমতি ছাড়াই ব্যয় করতে পারবে (ধারা ২৫)। এই সংস্কার কমিশনের মতে পূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতার জন্য দুদকের আরও বেশি আর্থিক স্বাধীনতা থাকা জরুরি।

সুপারিশ - ৪২
দুদকের নিজস্ব তহবিলের (ফান্ড) ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার অনুমোদিত বাৎসরিক বাজেটের অর্থ দুদকের তহবিলে জমা হবে। পাশাপাশি দুদকের মামলায় আদায়কৃত জরিমানা বা বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের ন্যনতম ১০ শতাংশ উক্ত তহবিলে জমা হবে।

৫.১২ বেতন, প্রণোদনা, ইত্যাদি

দুদকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা উচিৎ। এই সংস্কার কমিশন মনে করে যে, দুদকের বেতন-কাঠামো কোনো অবস্থাতেই সরকারি চাকুরীর বেতন-কাঠামোর সঙ্গে তুলনীয় হওয়া উচিত নয়। নিকট অতীতে দুদকের অনেক মেধাবী-কর্মীরা দুদকে যোগদান করলেও পরবর্তীতে দুদক ছেড়ে অন্যান্য বিভিন্ন সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেছে। এর বড় কারণ হচ্ছে, দুদকে তাদের জন্য পদোন্নতির ও নেতৃত্বের জায়গা খুবই সংকীর্ণ এবং আর্থিক সুবিধার জায়গাও সীমিত।

সুপারিশ - ৪৩
দুদকের নিজস্ব বেতন-কাঠামো তৈরি করতে হবে। এই বেতন-কাঠামোর আওতায় প্রাপ্য বেতনের পরিমাণ জাতীয় বেতন-কাঠামোর ন্যূনতম দ্বিগুণ হতে হবে। উপরন্তু, তদন্ত, গোপন অনুসন্ধান ও এতদসংশ্লিষ্ট কাজে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যেন বেতনের বাইরেও পর্যাপ্ত ঝুঁকি ভাতা পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

দক্ষতা এবং দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত বা অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে দুদক-কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যমান ব্যবস্থায় দুদকের মামলায় বিচারিক আদালতে আসামির শাস্তি হলে উক্ত মামলার অনুসন্ধান ও তদন্তে সম্পৃক্ত দুদকের কর্মীরা সামান্য কিছু প্রণোদনা পায়, যা কোনো অবস্থাতেই পর্যাপ্ত নয়।

সুপারিশ - ৪৪
নিয়মিত বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির (increment) পাশাপাশি কর্মদক্ষতার জন্য দুদকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অধীনে দুদকের নিজস্ব তহবিল থেকে আর্থিক প্রণোদনা (performance bonus) দিতে হবে।

৫.১৩ অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও জবাবদিহিতা

দুর্নীতি দমনে নিয়োজিত যে কোনো বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও জবাবদিহিতার প্রশ্নটি সর্বোচ্চ গুরুত্বের দাবি রাখে। এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে তার প্রতিটি কর্মীর পেশাদারিত্ব ও সততার ব্যাপারে আপোষহীন দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হয়। অন্যথায় তার নিজের ভাবমূর্তি ও জনআস্থা সংকটে পতিত হয়। দুদকের ক্ষেত্রে ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুদকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, এমনকি এর কতিপয় প্রাক্তন কমিশনার, লাগামহীন দুর্নীতিতে জড়িত হয়েছে এবং সচেতনভাবে দুর্নীতিবাজদের সুরক্ষায় কাজ করেছে বলে যথেষ্ট প্রমাণ ও ব্যাপক জনশ্রুতি রয়েছে। ফলশ্রুতিতে দুদকের সামাজিক মর্যাদা ও সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে। এ অবস্থার উত্তরণ ব্যতীত জনমনে দুদকের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এই সংস্কার কমিশনের মতে দুদক-কর্মীদের যেমন জাতীয় বেতন কাঠামোর তুলনায় অধিকতর বেতন ও আর্থিক সুবিধাদি পাওয়া উচিত, তেমনি তাদের শৃঙ্খলা ও জবাবদিহিতার মানদণ্ডও কঠোরতর হওয়া আবশ্যক। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে কীভাবে দুদকের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও জবাবদিহিতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া যায়, সে বিষয়ে এই সংস্কার কমিশন নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করছে-

৫.১৩.১ দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিহ্নিতকরণে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন

দুদকে কর্মরত দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিহ্নিত করে চাকুরী থেকে বহিষ্কারপূর্বক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে, দুদক সংস্কারের কোনো প্রচেষ্টাই চূড়ান্ত বিচারে যথেষ্ট ফলদায়ক হবে না। অন্যদিকে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গৃহীত হলে, জনমনে দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে, যা সমাজ ও রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী সংগ্রামকে বেগবান করবে। জুলাই`২৪-এর মহান গণঅভ্যুত্থানের বিপ্লবী চেতনাকে ধারণ করে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুদককে তাই আপোষহীন বিপ্লবী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। এক্ষেত্রে দুদককে অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্কের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সরকারের নিকট থেকে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে।

সুপারিশ - ৪৫
দুদককে অতিদ্রুত সরকারের সহযোগিতায় বিভিন্ন তদন্ত বা গোয়েন্দা এজেন্সির সমন্বয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন করে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিহ্নিত করতে হবে। চিহ্নিত দুর্নীতিবাজদের বিভাগীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে চাকুরী থেকে বহিষ্কার করে ফৌজদারি বিচারে সোপর্দ করতে

৫.১৩.২ অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা অনুবিভাগ গঠন

দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭-এ দুদকের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন কমিটি নামে একটি কমিটির উল্লেখ আছে (বিধি ১৯)। এই কমিটি মূলত দুদকের কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের দায়িত্ব-সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি ও অনিয়মের ঘটনার ব্যাপারে পরিবীক্ষণ, নজরদারি, অভিযোগ দায়ের, অনুসন্ধান ও তদন্তের কাজ করে থাকে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে মামলা দায়ের বা বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে থাকে। স্বয়ং দুদক চেয়ারম্যান

তিন সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির চেয়ারম্যান এবং বাকি দুই জন সদস্য- কমিশনের সচিব এবং আইন ও প্রসিকিউশন অনুবিভাগের মহাপরিচালক। দুদক প্রয়োজন মনে করলে এই কমিটির আওতাধীন কোনো অভিযোগ কমিশন বহির্ভূত অন্য কোনো তদন্তকারী সংস্থা যেমন- ডিজিএফআই, RAB, সিআইডি, ডিবি, এনএসআই ইত্যাদিকে তদন্তের অনুরোধ করতে পারে।

বিগত বছরগুলোতে অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন কমিটি দুদকের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। দুদক খুব কম ক্ষেত্রেই দুদক বহির্ভূত অন্য কোনো সংস্থাকে তদন্তের জন্য অনুরোধ করেছে। এই সংস্কার কমিশনের মতে, তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটির মাধ্যমে দুদকের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমনের ধারণা বাস্তবসম্মত নয়। তাই এই কমিটি বিলুপ্ত করে একটি স্বতন্ত্র অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা অনুবিভাগ গঠন করা উচিত।

সুপারিশ - ৪৬

দুদকের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন কমিটি বিলুপ্ত করে একটি স্বতন্ত্র অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা অনুবিভাগ গঠন করতে হবে-

- **প্রস্তাবিত অনুবিভাগ দুদকের নিজস্ব লোকবল এবং বিভিন্ন প্রতিরক্ষা, গোয়েন্দা ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা হতে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত লোকবল সমন্বয়ে গঠিত হবে।**
- **প্রস্তাবিত অনুবিভাগ (ক) দুদক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য আচরণবিধির প্রতিপালন নিশ্চিত করবে ও এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের আশ্রয় নেবে (খ) দুদক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দুর্নীতিসহ অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজের ব্যাপারে গোপন অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনা করবে (গ) দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ২০০৮ অনুসারে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনা করবে এবং (ঘ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার উদ্যোগ নেবে।**

ষষ্ঠ অধ্যায়
দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম

তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা পরিচালনার মধ্যেই দুদকের কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ নয়। আইন অনুসারে দুদক দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমও পরিচালনা করতে পারে (ধারা ১৭, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪)।

বর্তমানে প্রতিরোধ ও গবেষণা অনুবিভাগের মাধ্যমে দুদক বেশ কিছু প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই অনুবিভাগ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করে থাকে। সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিচালিত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে, আন্তর্জাতিক দুর্নীতি প্রতিরোধ দিবস ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহ উদযাপন, শিক্ষার্থীদের জন্য বিতর্ক প্রতিযোগিতা, মানববন্ধন ও রালির আয়োজন, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও মহানগর পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি (দুপ্রক) গঠন, মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসার ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে সততা সংঘ গঠন, দুপ্রক ও সততা সংঘের সহযোগিতায় কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন, ‘‘দুদক দর্পন’’ নামক ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার প্রকাশ, ইত্যাদি। এ ছাড়াও দুদক দুর্নীতিবিরোধী প্রতিরোধমূলক কাজের অংশ হিসেবে সরকারি সেবাপ্রত্যাশী জনগণ ও সেবা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের নিয়ে গণশুনানির আয়োজন করে থাকে।

এই সংস্কার কমিশনের মতে দুদকের প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম অনেকটা অ্যাডহক ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ এবং প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের নিয়মিত মূল্যায়নের কোনো বিকল্প নেই।

সুপারিশ - ৪৭

বর্তমানে পরিচালিত প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের সাফল্য ও ব্যর্থতার নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় দুদককে একটি দুর্নীতি প্রতিরোধী কর্মকৌশল প্রণয়ন করতে হবে এবং তদানুযায়ী স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রস্তাবিত দুর্নীতি প্রতিরোধী কর্মকৌশলের আওতায় যে-সকল কর্মপরিকল্পনা বিশেষভাবে বিবেচনার দাবি রাখে, তন্মধ্যে রয়েছে-

- প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত সকল পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে অবশ্যপাঠ্য হিসেবে নৈতিকতা, সততার চর্চা ও দুর্নীতিবিরোধী চেতনা বিকাশে যুগোপযোগী ও শিক্ষার্থী-বান্ধব উপাদানের অন্তর্ভুক্তি;
- স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সুশাসন ও দুর্নীতিবিরোধী কোর্স, প্রশিক্ষণ, ইন্টার্নশিপ ও ফেলোশিপ চালুকরণ;
- পাঠ্যপুস্তক, গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুদকের হটলাইন নম্বরের (১০৬) ব্যাপক প্রচার;
- গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে (ফেইসবুক, এক্স, ইন্সটাগ্রাম) কার্যকর দুর্নীতিবিরোধী টার্গেটেড প্রচারণা ও ক্যাম্পেইন;

- যে-সব আইন দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষমতায়িত করে, ব্যাপক প্রচার ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেইসব আইন (যেমন, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯; জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১) সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা;
- মানবিক গুণাবলি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুসরণে দুর্নীতিবিরোধী ও সততার চর্চার জন্য প্রচারণামূলক কর্মসূচি;
- তরুণ প্রজন্মের ভাবনায় ও অংশগ্রহণে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতা কার্যক্রম;
- দুপ্রকের সঙ্গে দুর্নীতিবিরোধী বেসরকারি সংস্থাসমূহের অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রমের প্রসার;
- জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের ১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে গণমাধ্যম ও নাগরিক অংশগ্রহণের উপযোগী ও সহায়ক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারসহ সকল অংশীজনকে সম্পৃক্তকরণ;
- জাতীয়ভাবে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালন করা এবং অন্য সকল জাতীয় ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ দিবস ও অনুষ্ঠানে দুর্নীতিবিরোধী বার্তা প্রচার করার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।
- তথ্য কমিশন ও সংশ্লিষ্ট নাগরিক সংগঠনের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন, বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিশেষ চ্যালেঞ্জের প্রতি সংবেদনশীলতাসহ সকল নাগরিকের সমঅধিকার-ভিত্তিক তথ্যে অবাধ অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।
- দুর্নীতি যে শুধুমাত্র শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়, বরং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সকল ধর্মীয় মানদণ্ডে একটি অগ্রহণযোগ্য, ঘৃণ্য, বৈষম্যমূলক, ধ্বংসাত্মক ও বর্জনীয় ব্যাধি, এই মানসিকতার বিকাশে সকল সম্ভাব্য, আকর্ষণীয় ও উদ্ভাবনী মাধ্যম ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কৌশলগত এবং টেকসই প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

সপ্তম অধ্যায়
সুপারিশমালা বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত রূপরেখা

ক্রমিক নং	সুপারিশ	বাস্তবায়নের মেয়াদ			বাস্তবায়নকারী
		স্বল্প (৬ মাস)	মধ্যম (১৮ মাস)	দীর্ঘ (৪৮ মাস)	
১	সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২)-এর সংশোধন				জাতীয় সংসদ
২	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিবর্তে দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন				সরকার
৩	বৈধ উৎসবিহীন আয়কে বৈধতা দানের চর্চা চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করা				সরকার
৪	স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন				জাতীয় সংসদ
৫	সুবিধাভোগী মালিকানা-বিষয়ক আইনি সংস্কার				জাতীয় সংসদ
৬	নির্বাচনী আইনে সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করা				জাতীয় সংসদ
৭	সেবাখাতের অটোমেশন				সরকার
৮	বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে শাস্তির আওতায় আনা				জাতীয় সংসদ
৯	আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে CRS এর বাস্তবায়ন				সরকার
১০	রাষ্ট্রীয়ভাবে OGP এর পক্ষভুক্ত হওয়া				সরকার
১১	দুদকের সাংবিধানিক স্বীকৃতি				জাতীয় সংসদ
১২	ন্যূনতম একজন নারীসহ দুদক কমিশনারের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচে উন্নীতকরণ				জাতীয় সংসদ
১৩	দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ৮(১) সংশোধন				জাতীয় সংসদ
১৪	দুদক কমিশনারের মেয়াদ পাঁচ বছরের পরিবর্তে চার বছর নির্ধারণ				জাতীয় সংসদ
১৫	দুদক আইনের ৭ ধারায় গঠিত বাছাই কমিটির নাম পরিবর্তন করে “বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি” নির্ধারণ				জাতীয় সংসদ

ক্রমিক নং	সুপারিশ	বাস্তবায়নের মেয়াদ			বাস্তবায়নকারী
		স্বল্প (৬ মাস)	মধ্যম (১৮ মাস)	দীর্ঘ (৪৮ মাস)	
১৬ ১৭ ১৮	প্রস্তাবিত বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটির গঠন, দায়িত্ব ও কার্যপদ্ধতি				জাতীয় সংসদ
১৯ ২০ ২১	যাচাই-বাছাই কমিটি (যাবাক)-এর সংস্কার				দুদক
২২	তদন্ত-পূর্ব আবশ্যিক অনুসন্ধান-ব্যবস্থা বিলোপ				দুদক
২৩	দুদক কর্তৃক Prosecution Policy প্রণয়ন এবং পুলিশকে কমিশন কর্তৃক প্রেরিত অভিযোগ তদন্তের ক্ষমতা প্রদান				জাতীয় সংসদ
২৪	দুদক আইনের ধারা ৩২ক বিলোপ				জাতীয় সংসদ
২৫	দুদকের কার্যালয় রয়েছে, এমন প্রতিটি জেলায় স্পেশাল জজ আদালত প্রতিষ্ঠা				সরকার
২৬	Plea bargaining ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা যাচাই				জাতীয় সংসদ
২৭	NBR, CID, BFIU, Directorate of Registration সহ যে সকল এজেন্সির সহযোগিতা প্রতিনিয়ত দুদকের প্রয়োজন হয়, সেইসব এজেন্সিতে ফোকাল পার্সন নির্দিষ্ট করা				দুদক
২৮	অতি উচ্চমাত্রার দুর্নীতি বা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দুর্নীতির তদন্তে বিভিন্ন এজেন্সির সমন্বয়ে আলাদা টাস্কফোর্স গঠন				দুদক
২৯	আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৩০৯ সংশোধন				জাতীয় সংসদ
৩০	CAG ও IMED এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর				দুদক
৩১	দুদকের মহাপরিচালকের সংখ্যা ৮ থেকে ১২ তে উন্নীত করে তাদের অধীনে ১২টি অনুবিভাগ গঠন				দুদক
৩২	শূন্য পদসমূহে অবিলম্বে নিয়োগের ব্যবস্থা ও এই সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালা কার্যকর করার স্বার্থে নতুন জনবল-কাঠামো প্রণয়ন				দুদক
৩৩	প্রতিটি জেলায় পর্যায়ক্রমে পর্যাপ্ত লজিস্টিক সক্ষমতাসহ দুদকের জেলা কার্যালয় প্রতিষ্ঠা				দুদক
৩৪	বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক ও উন্মুক্ত-প্রক্রিয়ায় সচিব নিয়োগ				দুদক

ক্রমিক নং	সুপারিশ	বাস্তবায়নের মেয়াদ			বাস্তবায়নকারী
		স্বল্প (৬ মাস)	মধ্যম (১৮ মাস)	দীর্ঘ (৪৮ মাস)	
৩৫	বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক ও উন্মুক্ত-প্রক্রিয়ায় মহাপরিচালক ও পরিচালক পদসমূহের (প্রেষণে বদলির মাধ্যমে নিযুক্ত মহাপরিচালক ও পরিচালক ব্যতীত) নিয়োগ				দুদক
৩৬	মহাপরিচালক, পরিচালক ও উপপরিচালক- এই প্রতিটি স্তরে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে নিয়োগ ১০ শতাংশ এ সীমিত রাখা				দুদক
৩৭	স্থায়ী প্রসিকিউশন ইউনিট গঠন				দুদক
৩৮	দুদকের সার্বিক কার্যক্রম এন্ড-টু-এন্ড অটোমেশনের আওতায় আনা				দুদক
৩৯	ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের লোকবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি একে দুদকের বিদ্যমান অনুবিভাগসমূহের প্রভাব থেকে মুক্ত করে সরাসরি চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে পরিচালনা				দুদক
৪০	দুদকের নিজস্ব প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপন করে সকল শ্রেণির কর্মকর্তাকে নিয়মিত বিরতিতে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের আওতায় আনা				দুদক
৪১	দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ২০০৮-এর বিধি ৫৪(২) এর বিলোপ				দুদক
৪২	দুদকের নিজস্ব তহবিল				জাতীয় সংসদ
৪৩	দুদকের নিজস্ব বেতন-কাঠামো				সরকার
৪৪	দুদকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আর্থিক প্রণোদনা				দুদক
৪৫	বিভিন্ন তদন্ত বা গোয়েন্দা এজেন্সির সমন্বয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন করে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিহ্নিত করে চাকুরী থেকে বহিষ্কার ও ফৌজদারি বিচারে সোপর্দ				দুদক
৪৬	অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন কমিটি বিলুপ্ত করে একটি স্বতন্ত্র অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা অনুবিভাগ গঠন				দুদক
৪৭	দুর্নীতি প্রতিরোধী কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন				দুদক

সমাপ্ত

দুদক সংস্কার প্রতিবেদন